কর্মক্ষেত্র নির্বাচন এবং ক্যারিয়ার উন্নয়ন

ইউনিট
4

ভূমিকা

পেশা নির্বাচন একটি যোগ্যতা ভিত্তিক প্রক্রিয়া। অর্থাৎ যে যে বিষয়ে পারদর্শী সে সেই ক্ষেত্রে পেশায় নিয়োজিত হবে। তবে আমাদের দেশে সুষম রাজনৈতিক ও প্রশাসনিক উন্নয়নের অভাবে একাডেমিক শিক্ষার সাথে সঙ্গতি রেখে পেশা নির্বাচন তত বেশি গুরুত্ব পায়নি। যে টুকু পেয়েছে তা সামান্যই। এই প্রক্রিয়াগত জটিলতা এবং অন্য নানাবিধ সমস্যার কারণে মানুষ যা চাচ্ছে এবং যা পাচ্ছে তার মধ্যকার দূরত্ব দিন দিন বাড়ছে। প্রত্যাশা প্রাপ্তির এ ব্যবধান মানুষকে প্রতি নিয়ত নিরাশ করছে। এতে অস্থিরতা বাড়ছে পেশাজীবীদের মধ্যে। যার প্রভাব পড়ছে বৃহত্তর সমাজে। এ অধ্যায়ের লেখাগুলো সেই হতাশা দূর করে পেশা নির্বাচনে যথাযথ সিদ্ধান্ত নিতে সহায়তা করবে।

ইউনিট সমাপ্তির সময়	**ইউনিট সমাপ্তির সর্বোচ্চ সময় ১ সপ্তাহ**

এই ইউনিটের পাঠসমূহ

পাঠ-৪.১ : বাংলাদেশে বিদ্যমান কর্মক্ষেত্রসমূহ
পাঠ-৪.২ : ক্যাডার সার্ভিস, স্বায়ত্বশাসিত প্রতিষ্ঠান, ব্যাংক ও বীমা
পাঠ-৪.৩ : শিক্ষকতা ও আইন সংক্রান্ত পেশা
পাঠ-৪.৪ : পোশাক শিল্প, নৌযান ও নৌপরিবহণ শিল্প এবং আটোমোবাইল শিল্প
পাঠ-৪.৫ : সম্ভাবনাময় পেশা: আউটসোর্সিং
পাঠ-৪.৬ : স্থানীয় পর্যায় কৃষিকাজ, স্থানীয় উন্নয়ন ও সহযোগী প্রতিষ্ঠানে চাকরি, স্থানীয় কারখানায় চাকরি, স্থানীয় পরিসরে ব্যবসা।
পাঠ-৪.৭ : আত্ম-কর্মসংস্থান : শহরের প্রেক্ষাপট
পাঠ-৪.৮ : আত্ম-কর্মসংস্থান: গ্রামের প্রেক্ষাপট
পাঠ-৪.৯ : আন্তর্জাতিক পর্যায়ে কাজের সুযোগ
পাঠ-৪.১০ : চাকরি খোঁজা ও দরখাস্ত লিখন (বাংলা ও ইংরেজি)
পাঠ-৪.১১ : জীবন বৃত্তান্ত লেখা (বাংলা ও ইংরেজি)
পাঠ-৪.১২ : কর্মক্ষেত্রে সহকর্মীর সাথে সুসম্পর্ক

পাঠ-৪.১ বাংলাদেশে বিদ্যমান কর্মক্ষেত্রসমূহ

উদ্দেশ্য

এই পাঠ শেষে আপনি–

- কর্মক্ষেত্র কী তা বলতে পারবেন;
- বাংলাদেশে বিদ্যমান কর্মক্ষেত্রগুলোর নাম লিখতে পারবেন;
- বাংলাদেশে অধিকাংশ মানুষের বেকারত্বের কারণ ব্যাখ্যা করতে পারবেন।

সময়ের পরিক্রমায় পরিবর্তিত হয় সমাজ, পরিবর্তিত হয় আমাদের চারপার্শ্বস্ত কাজের পরিবেশ ও প্রেক্ষাপট, আমাদের দেশের কর্মক্ষেত্রেও এসেছে অনেক পরিবর্তন। নিচে কর্মক্ষেত্র সম্পর্কে আলোচনা করা হ'ল।

আজ থেকে চল্লিশ পঞ্চাশ বছর আগেও আমাদের দেশের বেশিরভাগ মানুষের পেশা ছিল কৃষি। এখন আমাদের দেশ অনেক এগিয়ে গেছে; বিশ্বায়নের সাথে তাল মিলিয়ে চলতে গিয়ে ব্যাপক বৈচিত্র্য এসেছে কর্মক্ষেত্রে। আজকের দিনে বাংলাদেশে স্থানীয় ও জাতীয় পর্যায়ে আমাদের জন্য কী কী ধরনের কাজের সুযোগ আছে। কোন কোন পেশা গ্রহণ করা সম্ভব তা আমরা জেনে নেব এই পাঠ থেকে। পাশাপাশি আমাদের জন্য ভবিষ্যতে কী ধরনের কাজের সুযোগ তৈরি হতে পারে, সে বিষয়েও খানিকটা জানার চেষ্টা করবো আমরা। কর্মক্ষেত্র সম্পর্কে গভীরভাবে জানা আমাদের জন্য প্রয়োজন; তা না হলে আপনারা স্বপ্ন ও আগ্রহের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ পেশা গ্রহণ করতে পারবেন না।

বাংলাদেশের জাতীয় পর্যায়ে বিভিন্ন রকম চাকরির সুযোগ রয়েছে। সরকারি, বেসরকারি, বিদেশি, বহুজাতিক বিভিন্ন ধরনের প্রতিষ্ঠানে চাকরির প্রচুর সুযোগ আছে আমাদের দেশে। সাথে সাথে রয়েছে জাতীয় ও আন্তর্জাতিক পরিসরে ব্যবসা করার সুযোগ। বিভিন্ন জরিপে দেখা গেছে, বাংলাদেশে আসলে চাকরির অভাব নেই; অধিকাংশ মানুষ যারা চাকরি পায় না তারা প্রকৃত অর্থে পরিকল্পিত উপায়ে দক্ষতা অর্জন করেনি। এ জন্য শিক্ষা জীবনের শুরু থেকেই লক্ষ্যস্থির করে নিতে হবে এবং সে অনুযায়ী জেনে-বুঝে নানা রকম প্রয়োজনীয় দক্ষতা অর্জন করতে হবে। যারা পেশাগত কাজে খুবই দক্ষ, তাদের আসলে চাকরির জন্য আবেদনই করতে হয় না; বরং বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান তাদের খুঁজে বের করে দারুণ সব সুযোগ সুবিধাসহ চাকরি দেয়।

সারসংক্ষেপ

বাংলাদেশে বিভিন্ন ক্ষেত্রে নানান ধরনের চাকরি ও ব্যবসার সুযোগ আছে। জাতীয় পর্যায়ে আমাদের দেশে চাকরি করার অনেক সুযোগ আছে। যেমন- সরকারি, আধা-সরকারি, স্বায়ত্তশাসিত প্রতিষ্ঠান বা বেসরকারি প্রতিষ্ঠানে চাকরির সুযোগ। সরকারি চাকরির ক্ষেত্রে আবার রয়েছে সামরিক ও বেসামরিক ক্ষেত্রে চাকরির সুযোগ। এসব চাকরি পাওয়ার বা ব্যবসার জন্য প্রয়োজনীয় দক্ষতা অর্জন করতে হবে। তাহলেই ক্যারিয়ার গড়ার পথ সুগম হবে।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন-৪.১

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দিন

১. আমাদের দেশের বেশিরভাগ মানুষের পেশা কী ছিল?

ক. ব্যবসা	খ. চাকরি
গ. কৃষি	ঘ. শিল্প

২. বাংলাদেশের অধিকাংশ মানুষের বেকার থাকার কারণ-

i. আর্থিক অনটন
ii. দক্ষতার অভাব
iii. লক্ষ্যহীন জীবন

নিচের কোনটি সঠিক

ক. i ও ii	খ. i ও iii
গ. ii ও iii	ঘ. i, ii, ও iii

পাঠ-৪.২ ক্যাডার সার্ভিস, স্বায়ত্বশাসিত প্রতিষ্ঠান, ব্যাংক ও বীমা

উদ্দেশ্য

এই পাঠ শেষে আপনি–

- ক্যাডার সার্ভিসগুলোর নাম লিখতে পারবেন ;
- স্বায়ত্বশাসিত প্রতিষ্ঠানগুলোর ধরন উল্লেখ করতে পারবেন;
- ব্যাংক ও বীমার নিয়োগ পাওয়ার জন্য কোন কোন বিষয়ে বেশি জোর দিতে হবে তা ব্যাখ্যা করতে পারবেন ।

আমাদের দেশে অনেকগুলো পেশা আছে। ব্যক্তির শিক্ষাগত যোগ্যতা ও ইচ্ছার উপর পেশা নির্বাচন নির্ভর করে। নিম্নে ক্যাডার সার্ভিস, স্বায়ত্বশাসিত প্রতিষ্ঠান, ব্যাংক ও বীমা পেশার যোগ্যতা ও ক্ষেত্রসমূহ নিয়ে আলোচনা করা হ'ল।

ক্যাডার সার্ভিস: সরকারি চাকরির কথা ভাবলেই যে কথাটি সবার আগে মনে পড়ে তা হলো ক্যাডার সার্ভিস। বাংলাদেশে মোট ২৮ টি ক্যাডার রয়েছে। তবে সম্প্রতি জুডিশিয়াল সার্ভিসকে আলাদা করা হয়েছে। ক্যাডারের চাকরিগুলোর মধ্যে রয়েছে- প্রশাসন, পররাষ্ট্র, পুলিশ, শিক্ষা, হিসাব ও নিরীক্ষা, টেক্স, কাস্টমস্, কৃষি, তথ্য, সমবায়, আনসার, রেলওয়ে, সড়ক ও জনপথ, গণপূর্ত, বন, স্বাস্থ্য, জনস্বাস্থ্য, খাদ্য, ডাক, টেলিযোগাযোগ, ইকনোমিক, বাণিজ্য, পরিবার পরিকল্পনা, কারিগরি শিক্ষা, মৎস, প্রাণি সম্পদ ইত্যাদি। এ ধরণের চাকরিতে আসতে হলে যে কোন বিষয়ে স্নাতক বা স্নাতকোত্তর ডিগ্রি অর্জন করতে হবে। সে ক্ষেত্রে বয়স একটি বিবেচনার বিষয়। বিজ্ঞপ্তিতে উল্লেখিত বয়সের মধ্যে থাকতে হবে। তবে বাংলাদেশে প্রচলিত বিধান অনুযায়ী ৩০ বছর চাকরির বয়স নির্ধারণ করা আছে। বাংলাদেশ সিভিল সার্ভিস কমিশন নিয়োগের জন্য বাছাই পরীক্ষা নিয়ে থাকে। মহামান্য রাষ্ট্রপতি ক্যাডার সার্ভিস কর্মকর্তাদের নিয়োগ প্রদান করে থাকেন। এ পেশায় প্রচুর সুযোগ-সুবিধা রয়েছে। এ ধরনের চাকরিতে যোগদান করতে হলে এখন থেকেই প্রচুর লেখাপড়া করতে হবে।

স্বায়ত্বশাসিত প্রতিষ্ঠান: স্বায়ত্ব শাসন বলতে স্বশাসনকে বুঝায়। আমাদের দেশে অনেকগুলো স্বায়ত্বশাসিত প্রতিষ্ঠান রয়েছে। যেমন- বিশ্ববিদ্যালয়ে, বেসরকারী ব্যাংক, সার কারখানা, পাটকল, কাগজের কল, সরকারী ব্যাংক ইত্যাদি। শিক্ষাগত যোগ্যতা ও দক্ষতা অনুসারে বাংলাদেশি নাগরিকদের জন্য এসব প্রতিষ্ঠানে চাকরির বেশ সুযোগ রয়েছে। স্বায়ত্ব শাসিত প্রতিষ্ঠানগুলো কেন্দ্রীয় নিয়ন্ত্রণ থেকে সম্পূর্ণ স্বাধীন থাকে তা নয়, তবে বহুলাংশে স্বাধীনতা ভোগ করে থাকে।

ব্যাংক ও বীমা: বাংলাদেশি নাগরিকদের শিক্ষাগত যোগ্যতা ও দক্ষতা অনুযায়ী কর্মকর্তা ও কর্মচারি হিসেবে নিয়োগ পাওয়ার জন্য সরকারি ও বেসরকারি অনেকগুলো ব্যাংক ও বীমা প্রতিষ্ঠান রয়েছে। যেমন- সোনালী ব্যাংক, জনতা ব্যাংক, পূবালী ব্যাংক, উত্তরা ব্যাংক, প্রাইম ব্যাংক, জীবন বীমা কর্পোরেশন, সাধারণ বীমা কর্পোরেশন, প্রভাতী ইনসুরেন্স কোম্পানী, ডেল্টা লাইফ ইনসুরেন্স ইত্যাদি এ ধরনের সম্মানজনক পেশায় নিয়োগ পেতে হলে বিষয় জ্ঞান, ইংরেজিতে পারদর্শী ও কম্পিউটার চালনায় দক্ষ হতে হবে। এ সব পেশায় বাড়ি-গাড়িসহ প্রচুর সুযোগ সুবিধা পাওয়া যায়।

সারসংক্ষেপ

শিক্ষার্থী বন্ধুরা, দিন যত যায় ততই কাজের ধরন ভিন্ন হচ্ছে। ভিন্ন ভিন্ন কাজে নিজেদের নিয়োজিত করার জন্য ভিন্ন ভিন্ন ট্রেডের কাজ শিখতে হবে। নিদিষ্ট বিষয়ে উচ্চ শিক্ষা অর্জন করে যোগ্য মানুষ হতে হবে। তাহলে আপনারা কোন না কোন কর্মে সম্পৃক্ত হতে পারবেন। কর্মে নিয়োজিত হওয়ার পথ ছোট বেলা থেকেই তৈরি করতে হবে। ক্যাডার সার্ভিস হোক আর অন্য কোন পেশা হোক।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন-৪.২

সঠিক উত্তরের পাশে টিক ($\surd$) চিহ্ন দিন

১. বাংলাদেশে সরকারি চাকরিতে প্রবেশের বয়সীমা কত?

ক. ২৬ খ. ২৮

গ. ৩০ ঘ. ৩২

২. যে কোন সম্মানজনক পেশায় নিয়োগ পেতে যে দক্ষতাগুলো সহায়ক -

i. ইংরেজি ভাষা জানা

ii. গাড়ি চালাতে জানা

iii. কম্পিউটার জানা

নিচের কোনটি সঠিক?

ক. i ও ii খ. i ও iii

গ. ii ও iii ঘ. i, ii, ও iii

পাঠ-৪.৩ শিক্ষকতা ও আইন সংক্রান্ত পেশা

উদ্দেশ্য

এই পাঠ শেষে আপনি–

- শিক্ষকতায় যোগদানের জন্য কী পড়তে হবে তা লিখতে পারবেন ;
- আইন পেশার গুরুত্ব ব্যাখ্যা করতে পারবেন ।

পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ পেশা শিক্ষকতা। আলোকিত সমাজ বিনির্মাণের জন্য অন্যতম হাতিয়ার শিক্ষাকে মানুষের কাছে আন্তরিকতা দিয়ে যাঁরা পৌঁছিয়ে দেন তাঁরাই শিক্ষক। এ পেশায় সম্মান ও মর্যাদা রক্ষা করা সহজ। মানুষকে প্রকৃত মানুষ হিসেবে বেঁচে থাকার মন্ত্র দেন শিক্ষক। অতএব এ পেশা সমাজে শ্রদ্ধার সাথে সমাদৃত হয়। অপর দিকে আইন পেশা মানুষের সুখে দুঃখে পাশে এসে দাঁড়ানোর জন্য একটি অন্যতম সুযোগ। এ পেশা মানুষের জন্য সেবার দ্বারকে উন্মুচিত করে। এ ক্ষেত্রেও আপনারা যোগ্যতার স্বাক্ষর রাখতে পারেন। সমাজে এ পেশার কদরও কোন অংশে কম নয়।

শিক্ষকতা: আলোর কথা যাঁরা বলেন, আলোর ভাষা যাঁরা বুঝেন, আলোকবর্তিকা নিয়ে যাঁরা পথ চলেন তাঁরাই শিক্ষক। একমাত্র শিক্ষক তাঁরই মতো সৃষ্টির সেরা জীব মানুষের সন্তানদের বয়স, চাহিদা, সামর্থ্য, অভিজ্ঞতা, দক্ষতা দেখে নিজের বিজ্ঞতা দিয়ে কখনো অ-তে অজগর, আ-তে আম, আবার কখনো ভোর হলো দোর খোল খুকু মনি উঠরে, কখনো তুমি যাবে ভাই যাবে মোর সাথে আমাদের ছোট গাঁয় অথবা এইখানে তোর দাদীর কবর ডালিম গাছের তলে এই পংক্তিগুলো উপস্থাপন করেন। এ পেশায় তাঁরাই আসেন যাঁরা সৃষ্টির সেরাজীবদের মধ্যে শ্রেষ্ঠত্ব অর্জন করার বিরল গৌরব অর্জন করতে চান। এ পেশায় আসতে হলে প্রাথমিক বিদ্যালয় থেকে বিশ্ববিদ্যালয় পর্যন্ত যে কোন স্তরের শিক্ষক হতে পারেন। প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষক হওয়ার জন্য মেয়েদের এস.এস.সি ও ছেলেদের স্নাতক ডিগ্রি অর্জন করতে হয়।

বেসরকরি মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে, মাদ্রাসা বা কলেজে শিক্ষক হিসেবে নিয়োগ পাওয়ার জন্য স্নাতক ও স্নাতকোত্তর ডিগ্রি লাভের পাশাপাশি নিবন্ধন পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হতে হবে। তবে পেশাগত প্রশিক্ষণ বি.এড ও এম.এড ডিগ্রিধারীদের অগ্রাধিকার দেওয়া হয়। সরকারি মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে শিক্ষক হিসেবে নিয়োগ পেতে চাইলে পি.এস.সির নিয়মানুযায়ী পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করে নিয়োগ পেতে হবে। সরকারী কলেজের শিক্ষকতার জন্য বি.সি.এস পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করে উত্তীর্ণ হতে হবে। এতে বিষয় ভিত্তিক শিক্ষক নিয়োগ করা হয়। বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক হওয়ার জন্য বিশ্ববিদ্যালয়ের বিধি অনুযায়ী নিয়োগ লাভের সুযোগ রয়েছে। তবে সকল স্তরের জন্য বেশ পড়ালেখা করতে হবে। এ কথা সত্য আলোকিত সমাজ বিনির্মাণে শিক্ষকদের ভূমিকা অনস্বীকার্য। এ পেশায় রয়েছে প্রচুর সম্মান ও মর্যাদা। তাই সুশীল সমাজ গঠনের হাতিয়ার হিসেবে শিক্ষককেই চিহ্নিত করা হয়েছে।

এখানে উল্লেখ্য যে, শিক্ষায় স্নাতক ও স্নাতকোত্তর ডিগ্রি অর্জন করেও শিক্ষকতাসহ অন্যান্য পেশায় অংশগ্রহণ করতে পারবেন।

জন্মই যার সৃষ্টির জন্য তিনিই শিক্ষক। মানব সন্তানকে প্রকৃত অর্থে মানুষ করার দায়িত্ব তাঁর হাতেই অর্পণ করা হয়েছে। তিনি পরম মমতায় নিজের সব কিছু উজাড় করে শিক্ষার্থীদের পাঠদান করেন। গড়ে তুলেন আগামীর সমৃদ্ধ দেশ।

আইন পেশা: সমাজে শান্তি ও শৃংখলা বজায় রাখার জন্য আইন পেশার প্রয়োজনীয়তা অপরিসীম। এ পেশায় পড়ালেখা করে বার কাউন্সিলের অনুমতি সাপেক্ষে বাদী-বিবাদীকে আইনি সহায়তা প্রদান, প্রয়োজনীয় স্থানে আইনি পরামর্শ প্রদান, আদালতকে বিচারিক কাজে সহায়তা প্রদান এবং সর্বোপরি আইন বিষয়ক বিবিধ কার্যক্রমে অংশগ্রহণকে জীবিকা অর্জনের পথ হিসেবে বেছে নেয়াই আইন পেশা।

আইন পেশায় আসতে হলে যা যা করণীয় তা হলো- কোন সরকারি বা বেসরকারি কলেজ বা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে এল.এল.বি পাশ বা সম্মান ডিগ্রি অর্জন করতে হবে। এ ডিগ্রি লাভের পর আইনজীবী থেকে নাম অন্তর্ভূক্তির জন্য বাংলাদেশ বার কাউন্সিল কর্তৃক আয়োজিত পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করার জন্য আবেদন করতে হবে। বার কাউন্সিলের লিখিত পরীক্ষায় পাশ করার জন্য কমপক্ষে ছয় মাস অভিজ্ঞতা সম্পন্ন আইনজীবীর অধীনে শিক্ষানবীশ হিসেবে প্রশিক্ষণ গ্রহণ করতে হবে। অতঃপর লিখিত পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হলে মৌখিক পরীক্ষায় অবতীর্ণ হতে হবে। মৌখিক পরীক্ষার ফলাফল ভালো হলে বার কাউন্সিল কর্তৃক আইনজীবী হিসেবে তালিকাভুক্ত করা হবে এবং আইনজীবী সনদ প্রদান করা হবে। এই পেশায় আসতে হলে এইচ.এস.সি পাশের পর আইন বিষয়ে বিশ্ববিদ্যালয়ে সম্মান কোর্সে ভর্তি হতে হবে অথবা ডিগ্রি পাশ করার পর কোনো অনুমোদিত কলেজ বা বিশ্ববিদ্যালয়ে এল.এল.বি-তে ভর্তি হতে হবে এবং উত্তীর্ণ হতে হবে।

সারসংক্ষেপ

শিক্ষকতা একটি মহৎ পেশা। কারিগর হয়ে শিক্ষকগণ শিক্ষার্থীদের পরিপূর্ণ মানুষ হিসেবে গড়ে তোলেন। অন্যদিকে সমাজে শান্তি ও শৃংখলা বজায় রাখার জন্য আইন পেশার প্রয়োজনীয়তাও অপরিসীম। মানুষের সকল ন্যায্য পাওনা ও অধিকার ভোগ করার জন্য আইনজীবীরা সহযোগিতা করে থাকেন। এটা একধরনের সেবা। সুতরাং উভয় পেশাই সমাজের জন্য অনেক দরকারী। আপনারা প্রয়োজনীয় জ্ঞান ও দক্ষতা অর্জন করে শিক্ষকতা ও আইন পেশার যে কোন একটি নির্বাচন করে আপন ক্যারিয়ার গঠন করতঃ দেশ ও জাতির সেবায় নিজেকে নিয়োজিত রাখতে পারেন।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন-৪.৩

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দিন

১. কে মানুষ গড়ার কারিগর?

ক. আইনজীবী
খ. ব্যাংকার
গ. প্রকৌশলী
ঘ. শিক্ষক

২. আইন পেশায় নিয়োজিত ব্যক্তি সমাজে শান্তি শৃংখলা রক্ষায় ভূমিকা রাখেন-

i. বাদী-বিবাদীকে আইনী সহায়তা প্রদান করে
ii. আদালতকে বিচারিক কাজে সহায়তা করে
iii. অপরাধীর শাস্তির ব্যবস্থা করে

নিচের কোনটি সঠিক

ক. i ও ii
খ. i ও iii
গ. ii ও iii
ঘ. i, ii, ও iii

পাঠ-৪.৪ পোশাক শিল্প, নৌযান ও নৌপরিবহণ শিল্প এবং আটোমোবাইল শিল্প

উদ্দেশ্য

এই পাঠ শেষে আপনি–

- পোশাক শিল্পের বিভিন্ন পদের নাম বলতে পারবেন।
- নৌযান ও নৌপরিবহন শিল্পের সম্ভাবনার কথা উল্লেখ করতে পারবেন।
- অটোমোবাইল শিল্পের গুরুত্ব লিখতে পারবেন ।

দেশের প্রয়োজন মিটিয়ে বিদেশে রপ্তানী করে প্রচুর বৈদেশিক মুদ্রা অর্জন করে যে সকল শিল্প সেগুলোর মধ্যে পোষাক শিল্প অন্যতম। আমাদের দেশে বিপুল সংখ্যক লোক এ শিল্পে কাজ করে জীবিকা নির্বাহ করছে। অতএব আপনাদের মধ্যে যারা উচ্চ শিক্ষা গ্রহণে আগ্রহী নন কিন্তু বৃত্তিমূলক শিক্ষার প্রতি বিশেষভাবে অনুরক্ত, তারা বৃত্তিমূলক শিক্ষা অর্জন করে ভবিষ্যতে নিজের পায়ে দাঁড়ানোর জায়গা তৈরি করতে পারেন।

পোশাক শিল্পঃ বাংলাদেশের ঐতিহ্যের অংশ পোশাক শিল্প। এর সুনাম দেশ-বিদেশে ছড়িয়ে পড়েছে। আমাদের দেশের পোশাক শিল্পের উৎপাদিত পণ্য দেশের চাহিদা মিটিয়ে বিদেশে রপ্তানি করছে। দেশের বহু জনগোষ্ঠীর কর্মসংস্থানের পাশাপাশি প্রচুর বৈদেশিক মুদ্রা অর্জন করছে।

উচ্চ শিক্ষিত এবং স্বল্প শিক্ষিত অনেক লোক পোশাক শিল্পের বিভিন্ন সেক্টরে কাজ করছে। দিন দিন এ শিল্পের প্রসারও ঘটছে। এ পেশায় আসতে হলে ট্রেড অনুযায়ী প্রশিক্ষণ গ্রহণ করে দক্ষ কর্মী হিসেবে যোগদান করলে স্বচ্ছলভাবে চলতে তেমন একটা অসুবিধা হয়না। কর্মী ছাড়াও মার্চেন্ডাইজার, ম্যানেজার, হিসাব রক্ষণ কর্মকর্তা, ফ্যাশন ডিজাইনার, প্রোডাকশন ম্যানেজারসহ আছে আরো অনেক পদ। টেকনিক্যাল কাজের বেশ সুযোগ রয়েছে যেমন- মেশিন অপারেটর।

নৌযান ও নৌপরিবহণ শিল্পঃ জাহাজ শিল্প বাংলাদেশের একটি সম্ভাবনাময় শিল্প। ইতোমধ্যে এ শিল্প দেশ-বিদেশে সুনাম অর্জন করেছে। দিন দিন এ শিল্পের কদর বাড়ছে। আন্তর্জাতিক জাহাজ নির্মাণের দ্বারও উন্মোচিত হয়েছে। প্রয়োজন দক্ষ জনবলের। প্রশিক্ষিত জনগোষ্ঠি শুরু থেকেই তাদের দক্ষতাকে কাজে লাগিয়ে নতুন নতুন জাহাজ নির্মাণের নক্শা তৈরি করছে। বিদেশি ক্রেতারা নক্শা দেখে জাহাজ ক্রয়ের জন্য আগ্রহ দেখাচ্ছে এবং অর্ডার দিচ্ছে। কাজের মান নিয়ন্ত্রণের জন্য রয়েছে প্রকৌশলী, সহকারি প্রকৌশলী, সুপারভাইজারসহ অনেক পদ। তাছাড়া ভালো বেতনে বিদেশে ও এর চাহিদা বাড়ছে। আপনারা যদি এ পেশায় আসতে চান তাহলে মেরিন টেকনোলজি ইনস্টিটিউট থেকে বিভিন্ন মেয়াদে ডিপ্লোমা ডিগ্রি অর্জন করার সুযোগ রয়েছে। এস.এস.সি, এইচ.এস.সি অথবা বি.এস.সি পাস করার পরও ইচ্ছে করলে এ বিষয়ক ডিপ্লোমা ডিগ্রি অর্জন করতে পারেন।

অটোমোবাইল শিল্প: আমাদের দেশের জনসংখ্যা ক্রমাগতভাবে বেড়েই চলেছে। মানুষের পরিবহণের জন্য বাড়ছে গাড়ি। গাড়ির উৎপাদন, ক্রয়, বিক্রয় ও সার্ভিসিং এর জন্য প্রয়োজন অটোমোবাইল শিল্প, অটোমোবাইল শিল্পে কাজ করার জন্য কারিগরি জ্ঞান থাকা আবশ্যক। যারা প্রকৌশল বিভাগে পড়ালেখা করে তারাতো আছেই। এ ছাড়া গাড়ির দক্ষতা অর্জন করার বিরাট সুযোগ রয়েছে। গাড়ি ক্রয়, বিক্রয়, সার্ভিসিং ও মেরামত প্রতিষ্ঠানে যারা নিয়োগ পায় তাদের এ বিষয়ে ভালো জ্ঞান থাকা আবশ্যক। কারণ ক্রেতাদের ভালোভাবে বোঝানোর জন্য গাড়ির মডেল, বিভিন্ন যন্ত্রাংশের নাম, স্থায়িত্বকাল, গাড়ির মান ইত্যাদি সম্পর্কে জ্ঞান থাকার প্রয়োজনীয়তা অনস্বীকার্য। দেশের প্রকৌশল কলেজ, বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর পাশাপাশি বিভিন্ন সরকারি বেসরকারি কারিগরি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে অটোমোবাইল বিভাগে পড়ালেখা করার বেশ সুযোগ রয়েছে। এস.এস.সি বা এইচ.এস.সি পাশ করে অটোমোবাইল শিক্ষা অর্জন করার সুযোগ রয়েছে। এখন দেশের প্রতিটি শহরে কারিগরি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান রয়েছে।

আমাদের জাহাজ শিল্প বিশ্ব বাজারে বেশ সুনাম অর্জন করেছে। ইতোমধ্যে বেশ কয়েকটি দেশ থেকে জাহাজ তৈরির প্রস্তাব পাওয়া গেছে। আপনারা এদিকেও কাজ করার চিন্তা করতে পারেন। প্রকৌশল শিক্ষা আপনাদের এ ধরনের কাজে নিয়োজিত হতে সহায়ক হবে। ইতোমধ্যে মোবাইল শিক্ষাও দৈনন্দিন জীবনে গুরুত্ব বাড়িয়ে চলছে। অতএব কোন পথে আপনারা যাবেন সেই পথ এখনই ঠিক করে নিন।

অনুশীলনমূলক কাজঃ

- বাংলাদেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নে পোশাক শিল্পের অবদানগুলো চিহ্নিত কর।

সারসংক্ষেপ

বাংলাদেশে পোশাক শিল্পের পাশাপাশি নৌযান ও নৌ পরিবহণ শিল্প এবং অটোমোবাইল শিল্পও বেশ সম্ভাবনাময়। আপনারা আপনাদের আগ্রহ ও সামর্থ্য অনুযায়ী এগুলোর যে কোন একটি পেশা নির্বাচন করে সেই বিষয়ে প্রয়োজনীয় জ্ঞান দক্ষতা অর্জন করে সংশ্লিষ্ট পেশায় নিজেকে নিয়োজিত করতে পারেন এবং আপন ক্যারিয়ার গড়ে তুলতে পারেন।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন-৪.৪

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দিন

১. বাংলাদেশ কোনটি থেকে সবচেয়ে বেশি বৈদেশিক মুদ্রা আয় করে?

ক. হস্তশিল্প
খ. অটোমোবাইল শিল্প
গ. তৈরি পোষাক
ঘ. জাহাজ শিল্প

পাঠ-৪.৫ সম্ভাবনাময় পেশা: আউটসোর্সিং

উদ্দেশ্য

এই পাঠ শেষে আপনি–

- আউট সোর্সিং কী তা বলতে পারবেন ;
- আউট সোর্সিং এর গুরুত্ব ব্যাখ্যা করতে পারবেন ;
- বিভিন্ন ওয়েব সাইটগুলোর ঠিকানা লিখতে পারবেন ।

ঘরে বসে নিজের মেধাকে কাজে লাগিয়ে আধুনিক প্রযুক্তির মাধ্যমে যে আয়ের পথ তৈরি হয় তাই আউটসোর্সিং। লেখাপড়া শেষ করে বেকার না থাকার জন্য অথবা লেখাপড়ার পাশাপাশি ব্যক্তিগত অর্থ উপার্জনের জন্য আউটসোর্সিং এর উপায়গুলো নিয়ে আলোচনা করা হ'ল।

দৈনিক প্রথম আলো ০২ মার্চ ২০১৪ এর রিপোর্ট অনুযায়ী ২০১৫ সালের মধ্যে বাংলাদেশের মোট জনসংখ্যার ছয়কোটি লোক বেকার হবে যার অর্ধেকেই ন্যূনতম স্নাতক পাশ। একজন ব্যক্তি স্নাতক শেষ করার পর যদি মাসে ২০,০০০ টাকা মানের কর্মসংস্থানও পান তাহলে চিন্তা করুন ১৬ বছর পড়ালেখার বিনিময়ে তাঁর এই কী অর্জন! তবে হ্যাঁ, অবশ্যই এর চেয়ে ভাল চিত্রও রয়েছে। আমাদের দেশে প্রচুর মেধা রয়েছে কিন্তু পর্যাপ্ত কর্মক্ষেত্র ও সুযোগ সুবিধার অভাবে তার মূল্যায়ন হচ্ছে না। তবে বর্তমান সরকার তথ্য প্রযুক্তির এ খাতকে এগিয়ে নিতে দৃঢ় প্রতিজ্ঞ। সরকারের 'ডিজিটাল বাংলাদেশ' স্লোগান বাস্তাবায়নে আউটসোর্সিং একটি যুগান্তকারী পদক্ষেপ। মাননীয় তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিষয়ক প্রতিমন্ত্রী বলেছেন, "আউটসোর্সিং এর সুফল ঘরে ঘরে পৌঁছে দিতে পারলে একজন ব্যক্তিকেও আর জীবিকার জন্য বিদেশ যেতে হবে না।"

প্রিয় শিক্ষার্থী বন্ধুরা, ক্যারিয়ার গঠনে আপনারা উল্লেখিত ক্ষেত্রসমূহে বিরাট অবদান রাখতে পারেন। এ জন্য একটি ক্ষেত্র এখনই বেছে নিন। আউটসোর্সিং সময়ের আলোচিত শব্দ। এর মাধ্যমে অনেকে ঘরে বসে বা স্বল্প পরিশ্রমে অর্থ উপার্জনের পথ বেছে নিয়েছেন। জীবনে স্বচ্ছলভাবে বেঁচে থাকার জন্য অর্থের প্রয়োজন অনস্বীকার্য। আপনি যদি উচ্চ শিক্ষা অর্জন করতে নাও পারেন তাতে কী? কারিগরি বা হাতে কলমে শিক্ষা অর্জন করে পেশায় কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা করতে পারেন।

বাংলাদেশি ফ্রিল্যান্সারদের মধ্যে সবচেয়ে জনপ্রিয় চারটি মার্কেট হলো odesk.com, freelancer.com, elance.com, google adsense। আউট সোর্সিং-এ google adsense এক বিশাল সম্ভাবনার দ্বার।

এখন প্রশ্ন হলো, আউটসোর্সিং কী? আউটসোর্সিং তথা ফ্রিল্যান্সিং শব্দের মূল অর্থ হলো মুক্ত পেশা। অর্থাৎ মুক্তভাবে কাজ করে আয় করার পেশা। এখানে google adsense নিয়ে আলোচনা করছি। adsense হচ্ছে google এর একটি

অনলাইন বিজ্ঞাপণ মাধ্যম। যে মাধ্যমকে কাজে লাগিয়ে google সারা বিশ্বে বিভিন্ন ওয়েব সাইট বা ব্লগের মাধ্যমে তার বিজ্ঞাপণ প্রচার করে থাকে। একথা বললে অতি উক্তি হবে না- টিভি বিজ্ঞাপণের অনলাইন ভার্সন। এ পদ্ধতিতে google Partner হয়ে বিজ্ঞাপণের মাধ্যমে অর্থ উপার্জনের এ মাধ্যমকেই Adsense বলে। এ পদ্ধতিতে আয় করতে হলে দরকার শুধুমাত্র একটি ওয়েব সাইট বা ব্লগ ও আনুসাঙ্গিক কার্যক্রম। আউট সোর্সিং এর কাজ করার পূর্বে নিজেকে দক্ষ করে তুলতে হবে। কারণ দক্ষতা অর্জন করা ব্যতীত এ পেশায় সফলতা লাভ করা দূরহ ব্যাপার। এখানে আরো কয়েকটি ওয়েব সাইটের ঠিকানা দেওয়া হলো www.getacoder.com, www.guru.com, www.worker.com, www.scriptlance.com ইত্যাদি।

অনুশীলনমূলক কাজঃ

- **"আউটসোর্সিং একটি যুগোপযোগী স্বাধীন পেশা"-ব্যাখ্যা করুন।**

সারসংক্ষেপ

হাঁ বন্ধুরা, দিন দিন মুক্ত পেশা বা আউট সোর্সিং এর ক্ষেত্র বাড়ছে। ওয়েব সাইটের ঠিকানাও বাড়ছে। সচেতন থাকুন এবং খুঁজে নিন লাভবান ওয়েবসাইটটিকে। লেগে যান অর্থ উপার্জনে।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন-৪.৫

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দিন

১. মেধাকে কাজে লাগিয়ে আধুনিক প্রযুক্তির মাধ্যমে আয়ের যে মুক্ত পথ তৈরি হয় তাকে কি বলে?

ক. বহুমুখী পেশা খ. আউটসোর্সিং

গ. অতিরিক্ত আয় ঘ. কোনটিই নয়

২. আউট সোর্সিং তথা ফ্রিল্যান্সিং শব্দের মূল অর্থ কি?

ক. মুক্ত পেশা খ. মুক্ত বাজার নীতি

গ. অতিরিক্ত আয় ঘ. চাকরির স্বাধীনতা

পাঠ-৪.৬ স্থানীয় পর্যায়ে কৃষিকাজ, উন্নয়ন সহযোগী প্রতিষ্ঠানে চাকরি, কারখানায় চাকরি এবং স্থানীয় পরিসরে ব্যবসা।

উদ্দেশ্য

এই পাঠ শেষে আপনি–

- কৃষির গুরুত্ব লিখতে পারবেন।
- স্থানীয় উন্নয়ন সহযোগী প্রতিষ্ঠানের প্রয়োজনীয়তা উল্লেখ করতে পারবেন।
- স্থানীয় কারখানায় কর্মসংস্থানের জন্য প্রশিক্ষণের বর্ণনা করতে পারবেন।
- স্থানীয় পরিসরে ক্ষুদ্র ব্যবসার কথা বলতে পারবেন ।

অনেকের পক্ষে নিজের জায়গা ছেড়ে অন্যত্র গিয়ে পেশায় সম্পৃক্ত হওয়া সম্ভব হয়ে উঠেনা। তাই নিজের এলাকায় যা কিছু আছে তা নিয়েই স্বল্প পুঁজি দিয়ে ব্যবসা বা স্বল্প বেতনে চাকরির ব্যবস্থা করা যায়। আত্নকর্মসংস্থান নিজের পায়ে দাঁড়িয়ে আত্নবিশ্বাসী করে তোলে।

স্থানীয় পর্যায়ঃ সভ্যতা ও সংস্কৃতির বৈচিত্র্যময় আবাস আমাদের প্রিয় জন্মভূমি বাংলাদেশ। প্রাকৃতিক সম্পদে ভরপুর এ অঞ্চল বহু বছর আগে থেকেই পৃথিবীর নানান দেশের মানুষের দৃষ্টি কেড়ে ছিল। পর্তুগীজ, ওলন্দাজ, আরবীয়, ইংরেজ ও পাকিস্তানিরা সুযোগমত ব্যবসার বাজার ও প্রাকৃতিক সম্পদ অর্জনের ক্ষেত্র হিসেবে ব্যবহার করেছে। সুজলা, সুফলা, শস্য, শ্যামল বাংলাদেশে ছিল গোয়াল ভরা গরু, গোলাভরা ধান, পুকুর ভরা মাছ। মানুষের সুখের সীমা ছিল না। নানান পেশার মানুষ বসবাস করতো সুখে শান্তিতে। কৃষক, কামার, কুমোর, জেলে তাঁতী, শিক্ষক, আইনজীবী, ব্যবসায়ী ইত্যাদি। নিজের বুদ্ধি দক্ষতা, শ্রম উজাড় করে দিয়ে দেশকে গড়ে তুলেছে অর্থনৈতিকভাবে সমৃদ্ধ দেশ হিসেবে। আজও সেই ঐতিহ্যের ধারক ও বাহক হিসেবে এ দেশের মানুষের কর্ম সমুজ্জ্বল। নানানভাবে সৃষ্টি করে চলছে নতুন নতুন কর্মক্ষেত্র। বন্ধুরা, আমরা এখন জানবো স্থানীয় পর্যায়ে কোন কোন পেশায় যাওয়ার সুযোগ রয়েছে।

কৃষি কাজে

কৃষি কাজ আমাদের আদিম পেশা। আজও তা সমান গুরুত্ব রাখছে। কৃষিকাজ ব্যতীত আমাদের বেঁচে থাকার কোন সুযোগ নেই। মানুষের মৌলিক অধিকারগুলোর মধ্যে সর্বাগ্রে রয়েছে অন্ন। যার যোগান কৃষি কাজ বা চাষাবাদ থেকেই আসবে। কৃষি কাজকে ছোট করে দেখার সুযোগ নেই বরং আধুনিক চিন্তা চেতনা ও বৈজ্ঞানিক যন্ত্রপাতি ব্যবহারের মাধ্যমে কৃষি এখন সুশিক্ষিত ভদ্রজনের পেশায় পরিণত হয়েছে। পূর্বে যেখানে গন্ডায় চার মন ফসল উৎপাদিত হতো আধুনিক যন্ত্রপাতি, সার, কীটনাশক ব্যবহার করে তিন গুণ বেশি ফসল উৎপাদিত হচ্ছে। কৃষি ক্ষেত্রে উচ্চ শিক্ষা অর্জন করে গ্রামে উচ্চ ফলনশীল বীজ উৎপাদন, চারা উৎপাদন, বিতরণ করে নিজেদের ভাগ্য পরিবর্তনে আত্ম-প্রত্যয়ী মানুষের সংখ্যা দিন দিন বাড়ছে। দেশের গণ্ডি পেরিয়ে বিদেশেও আমাদের দেশের সোনার ছেলেরা এ ক্ষেত্রে বেশ সুনাম অর্জন করছে। ‘কৃষি খামার’ এ বিষয়ে প্রতিনিয়ত কৃষকদের সহায়তা দিয়ে যাচ্ছে। এছাড়া উপজেলা ইউনিয়ন পর্যায়েও কৃষি সম্প্রসারণ বিভাগ রয়েছে। কর্মরত প্রশিক্ষিত কৃষিবিদগণ কৃষকদের সেবায় নিয়োজিত। কেউ ইচ্ছা করলেই স্বাধীন এ পেশায় নিজেকে নিয়োজিত করতে পারেন। তার জন্য নবম-দশম শ্রেণিতে কৃষি শিক্ষা বা একাদশ শ্রেণিতে কৃষি বিজ্ঞান বিষয়ে পড়ালেখার প্রতি বেশি জোর দিতে হবে। বিশ্ববিদ্যালয় পর্যায়ে এর ব্যাপক গবেষণা হচ্ছে। স্বাবলম্বী হওয়ার জন্য কৃষি কাজকে বেছে নিতে পারেন নিশ্চিন্তায়; গ্রহণ করতে পারেন যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর ও কৃষি বিভাগ কর্তৃক পরিচালিত প্রশিক্ষণ।

স্থানীয় উন্নয়ন সহযোগী প্রতিষ্ঠান: আমাদের দেশের প্রতিটি জেলা, উপজেলা, ইউনিয়ন ও গ্রাম পর্যায়ে রয়েছে বহু বেসরকারি উন্নয়ন সংস্থা ও সহযোগী প্রতিষ্ঠান। এ প্রতিষ্ঠান গুলো সাধারণ্যে এনজিও নামে পরিচিত। মানুষের স্বাস্থ্যসেবা, শিক্ষার সুযোগ, কৃষি উন্নয়ন, গবাদিপশু পালন, মাছ চাষ, নার্সারী উন্নয়ন, দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা, মা ও শিশুর স্বাস্থ্য সুরক্ষা, শিশু অধিকার, জেন্ডার সমতাসহ নানান কাজের সুযোগ সৃষ্টি করেছে। এসব উন্নয়ন সংস্থায় বা প্রতিষ্ঠানে কাজ করতে চাইলে প্রতিষ্ঠানে চাহিদা অনুযায়ী শিক্ষা অর্জন করতে হয়। এস.এস.সি থেকে শুরু করে স্নাতকোত্তর উত্তীর্ণরাও এসব পেশায় নিয়োজিত হতে পারেন। কোন কোন ক্ষেত্রে স্বল্প মেয়াদী প্রশিক্ষণ গ্রহণ করলে দক্ষতার সাথে কাজ করতে সুবিধা হয়।

স্থানীয় কারখানায় চাকরি: দেশের আনাচে-কানাচে বিভিন্ন ট্রেডের কল-কারখানা বা শিল্প প্রতিষ্ঠান গড়ে উঠেছে। কোথাও বৈদ্যুতিক তার উৎপাদন, প্লাস্টিকের পণ্য সামগ্রী, কম্পিউটার মেরামত, লবণ উৎপাদন, জাহাজ ভাঁঙ্গা শিল্প, পোষাক শিল্প, ব্লক-বাটিক কারখানা, ঔষধ শিল্প, তাঁত শিল্প ইত্যাদি। এসব কারখানায় কাজ পেতে হলে অথবা পেশা হিসেবে নিতে চাইলে বিজ্ঞপ্তি অনুযায়ী আবেদন করতে হবে। তবে যারা বিভিন্ন কারখানায় দক্ষ কর্মী হিসেবে যোগদান করতে চান তাদেরকে আগ্রহী ক্ষেত্রে প্রশিক্ষণ গ্রহণ করতে হবে। আমাদের দেশে কারিগরি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোতে বিভিন্ন ট্রেডে স্বল্প ও দীর্ঘ মেয়াদী প্রশিক্ষণ সারা বছর চলতে থাকে। প্রশিক্ষণ গ্রহণ করে দক্ষতা অর্জন করলে যেমনি পারিশ্রমিক বেশি পাওয়া যায়, তেমনি দেশ ও বিদেশে প্রচুর সুনামও অর্জন করা যায়।

স্থানীয় পরিসরে ব্যবসা: ব্যবসা একটি সম্মানজনক পেশা। পবিত্র হাদিসে রয়েছে আল্লাহ্ সুদকে হারাম এবং ব্যবসাকে হালাল করেছেন। ধর্মীয় দিক থেকেও ব্যবসার মর্যাদা রয়েছে। স্বল্প শিক্ষিত, উচ্চ শিক্ষিত যেই হোক ব্যবসা করতে কোন লজ্জা নেই। স্থানীয় পরিসরে ব্যবসার মধ্যে রয়েছে শাক্সবজি, ফল-ফলাদি, মাছ-মাংস, মুদির মালামাল, কাপড়-চোপড়, টুপি-তসবি বিক্রি ইত্যাদি। তবে ব্যবসায় উন্নতির মূল শক্তি সততা। কঠোর পরিশ্রম ব্যবসায় উন্নতির অন্যতম চাবিকাঠি।

শিক্ষার্থী বন্ধুরা, স্থানীয় পর্যায়ে কর্মসংস্থানের সম্ভাবনা অনেক। বেকার না থেকে অন্যের বোঝা না হয়ে স্বাবলম্বী হওয়ার উপায়গুলো স্থানীয় পর্যায়ে খুঁজে বের করতে হবে। প্রয়োজন নির্দিষ্ট ট্রেডে প্রশিক্ষণ গ্রহণ করতে হবে, যা কাজের দ্বারকে উন্মুক্ত করে দিবে।

অনুশীলনমূলক কাজ

ছামিউল একটি দোকানের সেলস ম্যান। পরিবারের সদস্য সংখ্যা ৮জন। স্বল্প বেতনে পরিবার চালাতে সে বেশ হিমশিম খায়। তাই সে বড় ছেলেকে এসএসসি পরীক্ষার পরই কোন কাজে লাগিয়ে দেওয়ার কথা মনে মনে ভাবে। আবার সে ছেলের ভবিষ্যতের কথাও চিন্তা করে। এ নিয়ে সে বেশ দোটানায় পড়ে।

- **ছামিউলের সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষেত্রে কোন কোন বিষয়গুলোকে গুরুত্ব দেওয়া উচিত বলে আপনি মনে করেন।**

সারসংক্ষেপ

একটি সমাজের সবাই উচ্চ শিক্ষিত হয় না এবং সবাই বড় চাকরি করে না। কেউ করে চাকরি, কেউ ব্যবসা আবার কেউবা করে কৃষি কাজ। সমাজে বিভিন্ন পেশার লোক অতি প্রয়োজনীয়। কোন পেশাই ছোট নয়। তাই আপনারা কৃষি কাজ, এনজিও কার্যক্রম পরিচালনা, স্থানীয় পরিসরে ব্যবসা ইত্যাদির মাধ্যমেও আপন ক্যারিয়ার গড়ে তুলতে পারেন।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন-৪.৬

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দিন

১. নিচের কোনটি আদিম পেশা?
   ক. কৃষি কাজ
   খ. ঔষধের ব্যবসা
   গ. কারখানা প্রতিষ্ঠা
   ঘ. সরকারী চাকরি করা

পাঠ-৪.৭ আত্ম-কর্মসংস্থান: শহরের প্রেক্ষাপট

উদ্দেশ্য

এই পাঠ শেষে আপনি–

- আত্মকর্ম সংস্থানে শহরের প্রেক্ষাপট তুলে ধরতে পারবেন;
- ঔষধের দোকান সেবা এবং ব্যবসা কথাটি ব্যাখ্যা করতে পারবেন;
- মোবাইল সার্ভিসিং এর মাধ্যমে স্বাবলম্বী হওয়ার কথা লিখতে পারবেন।

শিল্পায়নের যুগে বা নবায়নের যুগে মানুষ দল বেঁধে ছুটছে শহর পানে। কর্মসংস্থানের জন্য সুন্দরভাবে বেঁচে থাকার জন্য শহরের বসবাসকে আধুনিক জীবন যাপন মনে করে। জীবন চালানোর জন্য প্রয়োজন অর্থের সংস্থান। মানুষ চায় স্বচ্ছলভাবে চলতে। এক্ষেত্রে আত্ম-কর্মসংস্থান গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখতে পারে। এই পাঠে শহরের প্রেক্ষাপটে আত্মকর্ম সংস্থানের ভূমিকা নিয়ে আলোচনা করা হবে।

শহরের প্রেক্ষাপট: শহরমুখী মানুষের সংখ্যা দিন দিন বাড়ছে। তাই শহরে বেকার সমস্যাও প্রকট আকার ধারণ করছে। আত্ম-কর্মসংস্থানই এ সমস্যা সমাধানের অন্যতম উপায়। প্রয়োজন দক্ষতা অর্জনের মাধ্যমে পুঁজি বিনিয়োগ। দক্ষতা না থাকলে পুঁজি বিনিয়োগ করলে বা শ্রম বিনিয়োগ করলে আশানুরূপ ফল পাওয়া যায় না। তাই সেলস্ম্যান, ফটোকপির দোকান, হার্ডওয়্যারিং, কম্পিউটার মেরামত, মোবাইল সার্ভিসিং, ব্লক বাটিক, বুটিক শপ, নিত্য প্রয়োজনীয় দ্রব্য যেমন টি-শার্ট, গেঞ্জি, প্যান্ট, লুঙ্গি, পানের দোকান, ভ্রাম্যমাণ সব্জির ব্যবসা, পত্রিকা ও বিভিন্ন ধরণের ম্যাগাজিন, স্ক্রিন প্রিন্ট, ডিজিটাল প্রিন্ট, চা-বিক্রি ইত্যাদি ছোটখাটো কর্মের সাথে আত্ম নিয়োগ করা যায়। তবে ঋতুভেদে ব্যবসার ভিন্নতাও আছে। যেমন- শীতকালে গরম কাপড়, বর্ষাকালে ছাতা, গ্রীষ্মে নানান ফলের ব্যবসার সাথে সম্পৃক্ত হওয়া যায়। তাছাড়া রাজমিস্ত্রি ও কাঠমিস্ত্রি, প্লাম্বার ইত্যাদি কাজেও সহকারী হিসেবে সম্পৃক্ত হওয়া যায়।

ঔষধের দোকান: ঔষধের দোকান একটি অতি প্রয়োজনীয় ব্যবসা। এখানে সেবা ও ব্যবসা দু'টোই সমান চলে। তবে পরিচ্ছন্ন পরিবেশ, দক্ষ বিক্রয়কর্মী ও দোকানের অবস্থান বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। ব্যবস্থাপত্রের মাধ্যমে ঔষধ বিক্রি করতে চাইলে দোকানের এক কোণে ডাক্তারের চেম্বার রাখা যায়। তাছাড়া যে এলাকা জনবহুল, পাশে চিকিৎসকের চেম্বার আছে এমন এলাকা বেছে নিয়ে ঔষধের দোকান পরিচালনা করা যায়। মনে রাখতে হবে, জীবন বাঁচাতে যেমন ঔষধ প্রয়োজন তেমনি ভুল ঔষধ মানুষের মৃত্যুও ডেকে আনে। তাই খুবই সর্তকতার সাথে চিকিৎসকের পরামর্শ অনুযায়ী ঔষধ বিক্রি করা আবশ্যক। ঔষধের দোকানের বিক্রয় কর্মীদের স্বল্পকালীন প্রশিক্ষণ প্রদান করলে ভালো হয়।

মোবাইল সার্ভিসিং: দেশে সাত কোটিরও বেশি মানুষ কোনো না কোনো কোম্পানীর মোবাইল ফোন ব্যবহার করে। প্রতিনিয়তই কারো না কারো মোবাইল সেটে সমস্যা দেখা দিচ্ছে। জনবহুল কোন এলাকায় অথবা কয়েকটি রাস্তার সংযোগ স্থলে বা বাজারে মোবাইল সার্ভিসিং-এর দোকান দিয়ে ব্যবসা পরিচালনা করা যায়। এ ক্ষেত্রে দক্ষতা একটি বিরাট বিষয়। তাই সরকারি বা বেসরকারি কোনো প্রতিষ্ঠান থেকে ছয়মাস মেয়াদী বা তিনমাস মেয়াদী স্বল্পকালীন প্রশিক্ষণ নিয়ে আত্ম-বিশ্বাস তৈরির মাধ্যমে আত্ম-কর্মসংস্থানের পথকে স্থায়ী কাজ হিসেবে নেওয়া যায়। তবে মনে রাখতে হবে এ ধরনের ব্যবসার জন্য ট্রেড লাইসেন্স জরুরী। পৌরসভা বা সিটি কর্পোরেশন থেকে ট্রেড লাইসেন্স সংগ্রহ করে ব্যবসার আয়ের উপর সঠিক কর প্রদান আমাদের সকলের উচিত।।

কেস স্টাডি: বাঁশখালীর ছেলে নুরুল আজিজ। চট্টগ্রাম শহরের একটি বই-খাতা, ফোন-ফ্যাক্স এর দোকানে বিক্রয়কর্মীর কাজ নিয়েছে। তিন-চার বছর কাজ করার পর নিজেই এ ধরনের দোকান খোলার সিদ্ধান্ত নিয়েছে। বাবার সহযোগিতায় ও নিজের জমানো টাকায় একটি ফটোস্ট্যাট মেশিন ও কিছু খাতা-কলম, পেন্সিল এর ব্যবসা শুরু করেছে। তার প্রথম ব্যবসা প্রতিষ্ঠানটির নাম সূচনা লাইব্রেরী। যেহেতু স্থানটি একটি কলেজের সামনে সেহেতু বিভিন্ন প্রকাশনা সংস্থার সাথে যোগাযোগ করে প্রয়োজনীয় বই বিক্রিও শুরু করেছে। দেখতে দেখতে আজিজ একজন প্রতিষ্ঠিত ব্যবসায়ী হয়েছে। মূল দোকানটির পাশাপাশি আরো দু'টি দোকান প্রতিষ্ঠা করেছে। একটি খাবারের আর একটি কম্পিউটার কম্পোজ, প্রিন্ট, ইন্টারনেট ব্রাউজিং, মোবাইল রিচার্জ। এছাড়াও নিজের গ্রামের পুকুরে মাছ চাষ ও বাড়িতে মুরগীর খামার প্রতিষ্ঠা করেছে। এসব প্রতিষ্ঠানে পঁচিশ জন লোক কাজ করে। সে এখন প্রতিষ্ঠিত ব্যবসায়ী। সফলতার পেছনে তার সততা, কর্তব্যনিষ্ঠা ও শ্রম বেশি কাজ করেছে। এছাড়া সকলের সাথে ভালো আচরণও ব্যবসা প্রতিষ্ঠায় বিশেষ ভূমিকা রেখেছে। নিজে ব্যবসায় প্রতিষ্ঠিত হওয়ার ফলে নিজের খালতো ভাই, মামাতো ভাই, ভাগিনাকেও ব্যবসায় আসার জন্য অনুপ্রেরণা সৃষ্টি করছে।

সারসংক্ষেপ

শহরে কর্মসংস্থানের জন্য ছোটখাটো অনেক সুযোগ আছে। প্রয়োজন কিছু লেখাপড়া, হাতে কলমে কাজ, সততা আন্তরিকতা ও নিষ্ঠা। শিক্ষার্থী বন্ধুরা, আপনারাও নুরুল আজিজের মত স্বাবলম্বী হতে পারেন যদি সদিচ্ছা ও একগ্রতা থাকে। শুরুটা ছোট থেকে হোক না; অসুবিধা কোথায়? বড় হওয়ার স্বপ্নটাতো আছেই।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন-৪.৭

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দিন

১. শহরের প্রেক্ষাপটে আত্ম-কর্মসংস্থান ভূমিকা রাখে কোনটি?

ক. হাঁস-মুরগী পালন
খ. নার্সারী করা
গ. সার ও কীটনাশকের দোকান করা
ঘ. মোবাইল সার্ভিসিং-এর দোকান করা

মূল্যায়নঃ

১। আত্ম-কর্মসংস্থান কী?
২। ঔষধ বিক্রির সময় কার পরামর্শ নিতে হবে?
৩। ট্রেড লাইসেন্স প্রদানকারী কর্তৃপক্ষ কোনটি?

অনুশীলনমূলক কাজঃ

- ফোন-ফ্যাক্সের দোকান থেকে কীভাবে বহুমুখী ব্যবসা করা যায়?

পাঠ-৪.৮ আত্ম-কর্মসংস্থান: গ্রামের প্রেক্ষাপট

উদ্দেশ্য

এই পাঠ শেষে আপনি–

- নার্সারী কীভাবে তৈরী করতে হয় তা লিখতে পারবেন;
- হাঁস-মুরগী পালনের গুরুত্ব ব্যাখ্যা করতে পারবেন;
- গ্রামাঞ্চলে সার ও কীটনাশক ব্যবসার কথা উল্লেখ করতে পারবেন।

চলো গ্রামে যাই। গ্রামের প্রেক্ষাপটে কর্মসংস্থানের ভিন্নতা আছে। দৈনন্দিন প্রয়োজনীয় জিনিসের সরবরাহ করতে হয় গ্রামের হাট-বাজার বা দোকান, খামার নার্সারী ইত্যাদি থেকে। আসুন, এবার আমরা গ্রামের কর্মসংস্থানের চিত্র দেখে নেই।

নিজে নিজে কাজ করে স্বনির্ভরতা অর্জনই আত্ম-কর্মসংস্থান। গ্রাম ও শহরের মধ্যে আত্ম-কর্মসংস্থানের ধরন ভিন্ন হতে পারে। গ্রামের মানুষের দক্ষতাও ভিন্ন ধারার। গ্রামের মানুষের আত্ম-কর্মসংস্থানের ক্ষেত্রগুলো হল: নার্সারী, ফসলের চাষ, মৎস্যচাষ, গবাদি পশু পালন, হাঁস-মুরগী পালন, ফলের চাষ। শাক্-সবজির চাষ, দোকান দেওয়া, ক্ষুদ্র কুটির শিল্প, সার-কীটনাশকের দোকান বসানো, টেইলারিং দোকান, সাইকেল-রিক্সা মেরামতের দোকান দেওয়া ইত্যাদি।

নার্সারী: বীজতলা তৈরি করে বিভিন্ন জাতের ফুল, ফল ও ফসলের চারা উৎপাদন করে বাজারে বিক্রি করে ভালো আয় করা সম্ভব। নার্সারী তৈরিতে জায়গা যেমন কম লাগে তেমনি পুঁজিও কম। তবে দক্ষতা ও শ্রম এখানে মূখ্য। নার্সারীর যত্ন নেওয়ার জন্য দু'চার জন বাড়তি মানুষ প্রয়োজন হয়। এছাড়া চারা উত্তোলন, নিয়মানুযায়ী সংরক্ষণ ও বিক্রির ব্যবস্থা করার জন্য দক্ষ কর্মীর প্রয়োজন হয়। একটি নার্সারীতে কয়েকটি পরিবারের লোকজন কাজ করে বিধায় সবাই স্বচ্ছলভাবে চলার সুযোগ সৃষ্টি হয়। স্থানীয় কৃষি সম্প্রসারণ অফিসে যোগাযোগ করে বিভিন্ন জাতের বীজ সংগ্রহ করা সহজ হয়। প্রয়োজনে সরকারি অফিসের কর্মকর্তাদের পরামর্শও নেওয়া যায়। আর্থিক সহযোগিতার প্রয়োজনে সরকারি ব্যাংক গুলোর পাশাপাশি বেসরকারি উন্নয়ন সংস্থাগুলোতে তো আছেই।

হাঁস-মুরগী পালন: গ্রামে হাঁস-মুরগী পালনের জন্য খামারীদের মতো তেমন চিন্তা করতে হয় না। বাড়ির খোলা উঠান এবং বাড়ির পাশের পুকুর হাঁস-মুরগী পালনের জন্য চমৎকার জায়গা। এর পেছনে তেমন একটা সময়ও দিতে হয় না। মাঝে মাঝে প্রয়োজনীয় খাবার সরবরাহ করলেই হয়। রোগ-ব্যাধির হাত থেকে মুক্তি পাওয়ার জন্য স্থানীয় প্রাণি সম্পদ অফিসের

সহযোগিতায় হাঁস-মুরগীর টিকা দেওয়ার ব্যবস্থা করলে মোড়ক থেকে রক্ষা পাওয়া সহজ হবে। গ্রামাঞ্চলে অবশ্য দেশি হাঁস-মুরগীর পাশাপাশি ফার্মের মুরগীর চাষ ও বেশ জনপ্রিয়তা পেয়েছে। তবে ডিম ও মাংস উভয় পাওয়ার জন্য দেশি হাঁস-মুরগী পালনের উপর গ্রামের মানুষ বেশি জোর দেয়। মাঝে মাঝে শহরের পাইকাররা গ্রামে দেশি মুরগি কেনার জন্য যায়, ফলে এখন ভাল মূল্য পাওয়া যায়। আত্ম-কর্মসংস্থানের মাধ্যমে আত্মনির্ভরশীল হওয়ার অনেকগুলো উপায়ের মধ্যে হাঁস-মুরগী পালন একটি। হাঁস-মুরগীর সংখ্যার উপর নির্ভর করে লোকবলও নিয়োগ দেওয়া যায়। প্রয়োজনে যুব উন্নয়ন অফিস থেকে প্রশিক্ষণ গ্রহণেরও সুযোগ রয়েছে।

সার ও কীটনাশকের দোকান বসানো: গ্রামের মানুষ কৃষি নির্ভর। কৃষির উৎপাদন বাড়ানোর জন্য সার ও কীটনাশক ব্যবহার আবশ্যক। কারণ এগুলো জমিকে উর্বর ও পোকা মাকড়ের হাত থেকে ফসলকে রক্ষা করে। কৃষক হাতের কাছে এ ধরনের প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদি পেলে সুবিধা হয়। তাই গ্রামের মাঝামাঝি জায়গায় এ ধরনের দোকান বসিয়ে ব্যবসা করা যায়। এতে কর্মসংস্থান যেমন হয় তেমনি আয় রোজগারের পথ ও সৃষ্টি হয়। প্রয়োজনীয় সার ও কীটনাশকের সরবরাহ নিশ্চিত করার জন্য বড় বড় ডিলারদের সাথে যোগাযোগ করা যায়। ফলে ডিলাররাই দোকানে সরাসরি মালামাল সরবরাহ করে। কৃষকের উপকার যেমন হয় তেমনি ফসলও ভাল হয়।

কেস-স্টাডি: কুমিল্লার নাঙ্গঁলকোটের ছেলে আবদুল মালেক উচ্চ মাধ্যমিক পাস করে একটি ঔষধ কোম্পানীতে সেলস্ প্রমোশন অফিসার হিসেবে চাকরি নিয়েছে। বেশ কয়েক বছর চাকরি করার পর ঔষধ ব্যবসার খুটিনাটি বিষয়গুলো জেনে নিয়েছে। এর পর চাকরি ছেড়ে গ্রামের বাজারে একটি ঔষধের দোকান দিয়েছে। দোকানে ক্রেতার সংখ্যা বাড়ানো ও মানুষের সেবা করার জন্য দোকানের বাড়তি অংশে একজন চিকিৎসকের চেম্বার দেওয়ার ব্যবস্থা করেছে। ঔষধ বিক্রিতে সহায়তা করার জন্য দু'জন কর্মচারী নিয়োগ দিয়েছে। কয়েক বছরের মধ্যে তার ঔষধ ব্যবসায় সে বেশ লাভবান হয়েছে। এখন পাশের গ্রামেও আরেকটি ঔষধের দোকান খুলেছে। কয়েক বছরের অভিজ্ঞ কর্মচারীর সাথে আরো দু'জন কর্মচারী নিয়োগ দিয়ে বেশ ভালোভাবেই ঔষধের ব্যবসা পরিচালনা করছে। এখন আর আবদুল মালেককে দোকানে বসতে হয় না। প্রয়োজনীয় ঔষধ সরবরাহ তার মূল কাজ। পাশাপাশি দৈনিক বেচাকেনার হিসাবটিও আপ-ডেটেড রাখে। মাঝে মাঝে বিভিন্ন ঔষধ কোম্পানীর সেলস্ অফিসার দোকানে গিয়ে প্রয়োজনীয় ঔষধ সরবরাহ করে। পূর্বের চাকরির জমানো টাকা আবদুল মালেক পুঁজি হিসেবে ব্যবহার করেছে। মাঝে মাঝে সরকারি উদ্যোগে আয়োজিত প্রশিক্ষণ কোর্সে আবদুল মালেক ও তার কর্মচারীরা অংশগ্রহণ করে দক্ষতা অর্জন করে। এভাবেই তার নিজের সংসার ও আরো কয়েকটি পরিবার স্বচ্ছলভাবে চলার ব্যবস্থা করছে।

সারসংক্ষেপ

গ্রামের মানুষের আত্ম-কর্মসংস্থানের ক্ষেত্রগুলোর মধ্যে নার্সারী, ফসলের চাষ, মৎস্যচাষ, গবাদি পশু পালন, হাঁস-মুরগী পালন, ফলের চাষ, শাক্-সবজির চাষ, দোকান দেওয়া, ক্ষুদ্র কুটির শিল্প, সার-কীটনাশকের দোকান বসানো, টেইলারিং দোকান, সাইকেল-রিক্সা মেরামতের দোকান ইত্যাদি উল্লেখযোগ্য। বন্ধুরা, আপনারা যারা গ্রামে বসবাস করছেন ইচ্ছা করলেই কোনোনা কোনোভাবে এসব পেশার সাথে নিজেকে সম্পৃক্ত করতে পারেন। এতে লজ্জার কিছু নেই। আপনারা কাজ করে উপার্জনের পথ তৈরি করে নিচ্ছেন, এতে আনন্দ আছে। পরিবারকে স্বনির্ভর করার জন্য পেশার বিকল্প নেই।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন-৪.৮

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দিন

১. আত্ম-কর্মসংস্থান বলতে কী বোঝায়?
ক. অন্যের সহযোগিতায় উন্নতি করা
খ. সরকারি চাকরি করা
গ. নিজে নিজে কাজ করে স্বনির্ভরতা অর্জন
ঘ. বেসরকারি চাকরি করা

২. নিচের কোন কাজটি গ্রামের মানুষের আত্ম-কর্মসংস্থানে ভূমিকা রাখে?
ক. সুপার স্টোর গড়ে তোলা
খ. পাইকারী ঔষধের দোকান প্রতিষ্ঠা
গ. মোবাইল ফোনের বড় দোকান করা
ঘ. হাঁস-মুরগী পালন করা

অনুশীলনমূলক কাজ

'আত্ম-কর্মসংস্থানের ক্ষেত্রে সফল হতে হলে প্রশিক্ষণ গ্রহণ আবশ্যক'। এর পক্ষে-বিপক্ষে ১০টি করে বাক্য লিখ।

পাঠ-৪.৯ আন্তর্জাতিক পর্যায়ে কাজের সুযোগ

উদ্দেশ্য

এই পাঠ শেষে আপনি–

- মধ্যপ্রাচ্যের দেশগুলোর নাম বলতে পারবেন;
- ইউরোপের দেশগুলোর কর্মক্ষেত্রের নাম লিখতে পারবেন;
- এশিয়ার দেশগুলোতে যেতে চাইলে কোন কোন প্রশিক্ষণের উপর জোর দিতে হবে তা ব্যাখ্যা করতে পারবেন।

আমাদের দেশের প্রতিটি গ্রামের কেউ না কেউ বিদেশে চাকরি করেন। কায়িক পরিশ্রম বা মেধা খাটিয়ে বৈদেশিক মুদ্রা অর্জন করে পরিবারের জন্য পাঠান। ফলে বৈদেশিক মুদ্রার মজুত বেড়ে যায় এবং দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়ন ঘটে। পৃথিবীর প্রায় প্রতিটি দেশেই বাংলাদেশীরা বিভিন্ন পেশার সাথে সম্পৃক্ত আছেন।

বিদেশে বাংলাদেশীদের কাজ করার প্রচুর ক্ষেত্র আছে। যে যার যোগ্যতা, দক্ষতা ও অভিজ্ঞতা অনুযায়ী কাজে যোগদান করেন। একেক দেশে একেক রকম শ্রম বাজার রয়েছে। এশিয়া ছাড়াও আফ্রিকা, ইউরোপ, আমেরিকা এবং অস্ট্রেলিয়াতে অধিক সংখ্যক বাংলাদেশী বিভিন্ন পেশায় প্রযুক্তি, প্রকৌশল, শিক্ষক, চিকিৎসক, ব্যবসায়ী কিংবা শ্রমিক হিসেবে কাজ করছেন। ভৌগলিক বিচারে মধ্যপ্রাচ্যে যেমন- ইরান, সৌদি আরব, ইয়েমেন, ওমান, সিরিয়া, জর্ডান, প্রভৃতি দেশে আমাদের দেশের লোক বেশি। সকলের সম্মিলিত পরিশ্রম আমাদের একটি সুন্দর পৃথিবী। তাই কোনো পেশাকেই ছোট করে দেখার সুযোগ নেই। সকল পেশার মানুষকে যথাযথ সম্মান দেখানো আমাদের একান্ত কর্তব্য।

মধ্য প্রাচ্যের মানচিত্র

তোমরা নিশ্চয় জানো, তোমাদের আত্মীয় স্বজন বা পরিচিতদের মধ্যে অনেকে কাতার, কুয়েত, সংযুক্ত আরব আমিরাত, বাহরাইন, ওমান প্রভৃতি দেশে বিভিন্ন পেশায় নিযুক্ত আছে। বাসায় কাজ থেকে শুরু করে গাড়ি চালনা, কলকারখানা, রাস্তাঘাট মেরামত, ব্যবসায়-বাণিজ্যসহ সরকারি বেসরকারি ও স্বায়ত্ব শাসিত প্রতিষ্ঠানে প্রতি বছর অধিক সংখ্যক লোক নিয়োগ দেয়া হচ্ছে। এ কথা বললে অত্যুক্তি হবে না যে, এর বেশির ভাগই বাংলাদেশী। মজার ব্যাপার হলো কারিগরি

শিক্ষায় দক্ষ জনগোষ্ঠীর কদর একটু বেশি। তবে মাধ্যমিক উত্তীর্ণ প্রার্থীদের শিক্ষা ও দক্ষতা উভয় আছে বলে এসব দেশের চাকরির ক্ষেত্রে তাদের অগ্রাধিকার দেওয়া হয়।

বাংলাদেশ সরকারের প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়, জনশক্তি রপ্তানি ব্যুরোসহ সরকার অনুমোদিত বিভিন্ন বেসরকারি সংস্থা মধ্য প্রাচ্যের দেশগুলোর বাজার চাহিদা বিবেচনা করে দক্ষ জনশক্তি প্রেরণ করে। সরকারের সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয় এবং রপ্তানি ব্যুরো প্রায়শই পত্রিকায় বিজ্ঞপ্তির মাধ্যমে বিদেশে জনশক্তি নিয়োগের বিষয়টি প্রচার করে থাকে। তবে আমাদের দেশে বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই দেখা যায় পরিচিত জন বা আত্মীয় স্বজনরা বিদেশের শ্রম বাজার যাচাই করে ভিসার ব্যবস্থা করে থাকেন। এতে প্রতারিত হওয়ার সম্ভাবনাও বেশি থাকে। বিভিন্ন পত্র-পত্রিকা ছাড়াও অনলাইনে সার্চ করেও বিদেশে চাকরি খুঁজে নেওয়া যায়।

আফ্রিকা, ইউরোপ, আমেরিকা ও অস্ট্রেলিয়াতেও প্রচুর সংখ্যক বাংলাদেশি কাজে নিয়োজিত আছেন। তবে এদের বেশিরভাগাই কম্পিউটার প্রকৌশল বিদ্যা, চিকিৎসক, শিক্ষক, নার্সিং পেশায় কাজ করছেন। ভারত যদিও এসব পেশায় বেশ পারদর্শিতার সাথে কাজ করছে। বাংলাদেশীরা এখন আর পিছিয়ে নেই। হোটেল ম্যানেজমেন্ট, রন্ধন শিল্পের উন্নত দেশগুলোতে বেশ কদর রয়েছে। আপনারা যদি এসব ক্ষেত্রে নিজেদের সম্পৃক্ত করতে চান তাহলে চেষ্টা করতে পারেন। তাছাড়া যারা বাংলাদেশে উচ্চ শিক্ষা অর্জন শেষে বাইরের যে কোন দেশ থেকে এক/দুই বছরের সংশ্লিষ্ট কোর্স সমাপ্ত করতে পারেন তাদের কাজে যোগদানের জন্য সুযোগটা অনেকাংশে বেড়ে যায়। বিদেশে কাজের দক্ষতা অর্জন করে দেশেও মেধাকে কাজে লাগাতে পারেন। এতে ব্যক্তিগত উন্নয়নের পাশাপাশি বাংলাদেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নও ঘটবে।

ব্যবসায় শাখার শিক্ষার্থীদের চাহিদা একটু বেশি নিউজিল্যান্ড এবং অস্ট্রেলিয়াতে। এ বিষয়ে উচ্চ শিক্ষা অর্জন ও প্রশিক্ষণ শেষে ব্যাংক, বীমা, বাণিজ্যিক প্রতিষ্ঠান ও অন্যান্য আর্থিক প্রতিষ্ঠানে ভালো বেতনে চাকরি পেতে পারেন। আরেকটি বিষয় এড়িয়ে গেলে চলবে না, তা হলো অস্ট্রেলিয়া ও নিউজিল্যান্ডে নাপিত ও শেফ বা রন্ধন শিল্পীদের কদর বেশ চড়া। এ দিকেও দক্ষ হওয়ার চেষ্টা করতে পারেন। এ ক্ষেত্রেও দক্ষতা অর্জনে প্রশিক্ষণের বিকল্প নেই।

মালয়েশিয়া, চীন, সিঙ্গাপুর বাংলাদেশীদের জন্য অনেকটা সহজ পথচলা। দীর্ঘসময় ধরে আমাদের দেশের বিভিন্ন পেশায় দক্ষ মানুষগুলো ঐ সব দেশের নানান কাজের সাথে নিজেদের সম্পৃক্ত রেখেছে। ব্যক্তিগত আর্থিক স্বচ্ছলতার পাশাপাশি দেশকে অর্থনৈতিকভাবে সমৃদ্ধ করার পেছনে এদের অবদান কোনো অংশে কম নয়। কোটি কোটি বৈদেশিক মুদ্রায় ভরপুর করছে দেশের রিজার্ভ ফান্ড। এশিয়ার এ দেশগুলোতে বাংলাদেশী প্রচুর বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষক, চিকিৎসক উচ্চ শিক্ষায় গবেষণা করতে গিয়ে কাজে নিয়োজিত হয়ে যান। এসব দেশের শ্রমিক সংখ্যাও প্রচুর। তবে একটা কথা না বললেই নয়, এর জন্য যা দরকার তা হলো শিক্ষা ও ভাষা। ন্যূনতম শিক্ষা ছাড়া বিদেশে যাওয়া ঠিক না। ভাষাও রপ্ত করতে হবে সমান গুরুত্বে। নয়তো পদে পদে হোঁচট খেতে হবে। অবশ্যই আপনারা যারা বিদেশে পাড়ি দিতে চান তারা ইংরেজি, আরবী, চীনা, কোরিয়ান, জাপানী, ফ্রেন্স ভাষা রপ্ত করতে পারলে অনেক বেশি সফলতার সাথে কাজ করতে পারবেন। তবে কারিগরি শিক্ষা অর্জন বিশেষ দক্ষতা হিসেবে দেখা হয়। বিদেশ যাওয়ার ক্ষেত্রে যাতে প্রতারিত না হন সেদিকে নজর রাখতে হবে। তাই সরকারি সংস্থাগুলোর সাথে যোগাযোগ করে সিদ্ধান্ত নিলে প্রতারিত হওয়ার সম্ভাবনা কমে যাবে।

সারসংক্ষেপ

বাংলাদেশ একটি জনবহুল দেশ। জনসংখ্যাকে জনসম্পদে পরিণত করে এবং দেশ-বিদেশে কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা করে উন্নয়নের গতিকে আরও ত্বরান্বিত করা সম্ভব। প্রয়োজন প্রশিক্ষণ ও ভাষা জ্ঞান। শিক্ষার্থী বন্ধুরা, আপনারা যদি নির্দিষ্ট কোন বিষয়ে প্রশিক্ষণ গ্রহণ করেন এবং যে দেশে যেতে চান সে দেশের ভাষা ভালোভাবে লিখতে ও বলতে পারেন তাহলে অবশ্যই আপনারা সফল হবেন।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন-৪.৯

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দিন

১. মধ্যপ্রাচ্যের দেশ কোনটি? ?

ক. ইরান খ. অস্ট্রেলিয়া

গ. আফ্রিকা ঘ. কানাডা

২. বিদেশে চাকরি করতে যাবার আগে কোন কাজটি অগ্রাধিকার ভিত্তিতে করবেন? ?

ক. শুকনা খাবার সাথে নেবার পরিকল্পনা করবেন খ. বিদেশী আত্নীয় স্বজনের ঠিকানা সংগ্রহ করবেন

গ. ভাষা শিখবেন ও সংশ্লিষ্ট প্রশিক্ষণ নেবেন ঘ. বাড়ি করার জমি বায়না করে যাবেন

অনুশীলনমূলক কাজঃ

নিচের ছকটি পূরণ কর

ক্রমিক নং	দেশ	পেশা	প্রয়োজনীয় দক্ষতা ও যোগ্যতা

পাঠ-৪.১০ চাকরি খোঁজা ও দরখাস্ত লিখন (বাংলা ও ইংরেজি)

উদ্দেশ্য

এই পাঠ শেষে আপনি–

- চাকরি খোঁজার মাধ্যম গুলোর নাম বলতে পারবেন।
- আবেদন পত্রে কোন কোন দিকগুলোর প্রতি গুরুত্ব দিতে হবে তা লিখতে পারবেন।
- বাংলায় আবেদন পত্র লেখার নিয়ম বর্ণনা করতে পারবেন।

একটা নির্দিষ্ট শিক্ষা জীবন শেষে কর্মে নিয়োজিত হওয়ার জন্য চাকরি খোঁজা অপরিহার্য হয়ে পড়ে। সেজন্য সরাসরি অর্জিত শিক্ষার সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ কাজে যোগদান করার জন্য পত্রিকা বা Website-এ চাকরির বিজ্ঞপ্তি খুঁজতে হবে এবং তদানুযায়ী আবেদন করতে হবে। চাকরি খোঁজা এবং বাংলা ও ইংরেজিতে দরখাস্ত লেখার নমুনা উপস্থাপন করছি।

চাকরি খোঁজা: একটা নির্দিষ্ট স্তরের পড়ালেখা শেষে কর্মসংস্থানের জন্য চাকরি খুঁজতে হয়। চাকরি খোঁজার জন্য দৈনিক পত্রিকাগুলোর সহায়তা নেয়া যায়। কেননা কোনো না কোন পত্রিকায় একাধিক চাকরির বিজ্ঞপ্তি প্রকাশিত হয়। এছাড়াও চাকরির খবর ও চাকরির বিজ্ঞাপন নামে দুটো সাপ্তাহিক পত্রিকা প্রকাশিত হয়। দৈনিক প্রথম আলো চাক্‌রি-বাক্‌রি, দৈনিক সমকাল চাকরি নিয়ে সাপ্তাহিক বিশেষ সংখ্যা বের করে। ইন্টারনেট-এ রয়েছে প্রচুর ওয়েব সাইট যেখানে ক্লিক করলেই পাবেন হাজারো চাকরির খবর। এখানে কয়েকটি জব সাইট দেয়া হলো।

www.bdjobs.com.bd
www.azadijobs.com
www.prothom-alo**jobs**.com
www.**bdjobs**today.com
www.all**jobsbd**.com

কোন পদে নিয়োগ প্রাপ্তির জন্যে যে আবেদনপত্র রচনা করা হয় তাকে চাকরির আবেদনপত্র বা দরখাস্ত বলে। চাকরির ক্ষেত্রে ভাষা দক্ষতা একটি গুরুত্বপূর্ণ দিক। তাই আবেদনপত্র সুলিখিত ও প্রয়োজনীয় তথ্য সম্বলিত না হলে কিংবা অসম্পূর্ণ হলে তা প্রার্থীর চাকরি লাভের ক্ষেত্রে বাধা হয়ে দাঁড়ায়। পক্ষান্তরে সুন্দর, নির্ভুল, সুলিখিত দরখাস্ত চাকরিদাতার নজর কাড়ে। চাকরির আবেদনপত্রে প্রয়োজনীয় সকল তথ্য থাকা দরকার। চাকরির দরখাস্ত লিখতে গেলে নিম্নলিখিত দিকগুলো বিবেচনায় রাখতে হয়।

১. প্রাপকের নাম-ঠিকানা: প্রাপকের নাম ঠিকানা অংশে নিয়োগ কর্তার পদ ও নিয়োগকারী প্রতিষ্ঠানের ঠিকানা লিখতে হয়। অনেক সময় বিজ্ঞপ্তিদাতা প্রতিষ্ঠান সরাসরি ঝামেলা এড়াতে বা গোপনীয়তা রক্ষা করে প্রার্থী বাছাইয়ের জন্যে পোস্ট বক্স নম্বরে কিংবা কোনো পত্রিকার মাধ্যমে আবেদনপত্র আহ্বান করে। ঐ রকম ক্ষেত্রে পোস্ট বক্স নম্বর উল্লেখ করে আবেদন করতে হয়। যেমন-

বিজ্ঞাপনদাতা
পোস্ট বক্স নম্বর: ৭৭৭৭
প্রযত্নে: দৈনিক ইত্তেফাক
চট্টগ্রাম।

২. বিষয়: প্রাপকের নামের পর বিষয় হিসেবে যে পদে আবেদন করা হচ্ছে তা উল্লেখ করতে হয়।

৩. সম্বোধন: আনুষ্ঠানিক সম্বোধন হবে জনাব বা মহোদয় কথাটি দিয়ে।

৪. আবেদনের সূত্র: পত্রিকা মারফত নিয়োগদানের খবর জানা গেলে বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের তারিখসহ সংশ্লিষ্ট পত্রিকার সূত্র উল্লেখ করে, আর তা না হলে, বিশ্বস্ত সূত্রে জানা গেলে সে কথা জানিয়ে আবেদনপত্রের মূল বিষয়বস্তু শুরু করতে হয়।

৫. আবশ্যিক তথ্য: আবেদনপত্রে আবেদনকারীর পূর্ণ নাম, বাবা-মায়ের নাম, স্থায়ী ঠিকানা, বর্তমান ঠিকানা, জন্ম তারিখ, নাগরিকত্ব, শিক্ষাগত যোগ্যতা ইত্যাদি সম্পর্কে যথাযথ তথ্য সন্নিবেশ করতে হয়।

৬. অতিরিক্ত তথ্য: অতিরিক্ত কোনো প্রশিক্ষণ কিংবা অতিরিক্ত যোগ্যতা বা অভিজ্ঞতা থাকলে তাও উল্লেখ করা প্রয়োজন।

৭. সংযুক্তি: দরখাস্তের শেষে আবেদনপত্রে বর্ণিত তথ্যের প্রামাণ্য দলিল হিসেবে বিভিন্ন পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হওয়ার সনদপত্র, প্রাপ্ত নম্বর, প্রশংসাপত্র, নাগরিকত্ব সম্পর্কিত সনদ, অতিরিক্ত যোগ্যতা ও অভিজ্ঞতা সংক্রান্ত প্রত্যয়নপত্র ইত্যাদির সত্যায়িত ফটোকপি গেঁথে দিতে হয়। কী কী প্রামাণ্য কাগজ দেওয়া হল তার বিবরণ সংযুক্তি অংশে ক্রমানুসারে উল্লেখ করতে হয়। বাংলা ও ইংরেজি যে কোনোভাবে দরখাস্ত লিখতে হলে উপরোক্ত বিষয়গুলো খেয়াল রাখতে হবে।

চাকরির দরখাস্তের নমুনা (বাংলা)

প্রধান শিক্ষক,
সাউথ এশিয়ান স্কুল,
১১৬, চট্টেশ্বরী রোড,
চট্টগ্রাম।

বিষয়: সহকারী শিক্ষক পদে চাকরির আবেদন।

জনাব,
যথা বিহিত সম্মান প্রদর্শন পূর্বক নিবেদন এই যে, গত ২৪ সেপ্টেম্বর ২০১৫ ‘দৈনিক ইত্তেফাক’ পত্রিকায় প্রকাশিত বিজ্ঞাপণের সূত্রে জানতে পারলাম আপনার স্কুলে একজন সহকারী শিক্ষক নিয়োগ প্রদান করা হবে। উক্ত পদের জন্য আমি একজন প্রার্থী। আপনার সদয় অবগতির জন্য নিম্নে আমার জীবন বৃত্তান্ত পেশ করা হল।

১. নাম : আনোয়ার হোসেন
২. পিতার নাম : আবুল কাশেম
৩. মাতার নাম : ফাতেমা খাতুন
৪. স্থায়ী ঠিকানা : গ্রাম- দাউদপুর, ডাকঘর- নাঙ্গলকোট,
থানা- নাঙ্গলকোট, জেলা- কুমিল্লা
৫. বর্তমান ঠিকানা : ৩৪৮/১/এ, আহম্মেদনগর, পাইকপাড়া, মিরপুর-১, ঢাকা-১২১৬।
ফোন: ৯২৯১১০১ E-mail: Alamss@yahoo.com.
৬. নাগরিকত্ব : বাংলাদেশী (জন্মসূত্রে)
৭. জন্ম তারিখ : ২৩ সেপ্টেম্বর ১৯৮১
৮. ধর্ম : ইসলাম
৯. বৈবাহিক অবস্থা : অবিবাহিত
১০. শিক্ষাগত যোগ্যতা :

পরীক্ষার নাম	বোর্ড/ বিশ্ববিদ্যালয়	পাশের সন	জিপিএ/বিভাগ বা শ্রেণী
এস.এস.সি	কুমিল্লা বোর্ড	১৯৯০	৫
এইচ.এস.সি	কুমিল্লা বোর্ড	১৯৯২	৪.৬২
বি.এস.এস	বাংলাদেশ উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যায়	১৯৯৫	২য় বিভাগ
এম.এস.সি (অর্থনীতি)	জাতীয় বিশ্ববিদ্যায়	২০০৫	২য় শ্রেণি
বি.এড	বাংলাদেশ উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যায়	১৯৯৯	২য় শ্রেণি
এম.এড	বাংলাদেশ উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যায়	২০০১	১ম শ্রেণি

১১. অভিজ্ঞতা : স্থানীয় একটি নিম্ন মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে গত ৪ বছর শিক্ষক হিসেবে কর্মরত আছি।

অতএব আপনার নিকট বিনীত নিবেদন এই যে, আমার আবেদন বিবেচনা করত: সহকারী শিক্ষক পদে নিয়োগদানে বাধিত করবেন।

তারিখ : চট্টগ্রাম বিনীত
৩০ সেপ্টেম্বর ২০১৫ আনোয়ার হোসেন

চাকরির দরখাস্তের নমুনা (ইংরেজি)

Dated: 10 May, 2004

To
The Secretary
Wiseman School & College
Mirpur-1 , Dhaka-1705|

Subject: Prayer for the post of "Assistant Teacher (Bangla)

Sir,
From your advertisement published in "The Daily Ittefaq" of 21 April, 2014 for an "Assistant Teacher (Bangla)", I want to offer myself as a candidate for the same. My necessary particulars are given bellow for your kind perusol and considaration.

1. Name : Md. Zakirul Islam
2. Father's Name : Md. Mofizur Rahman
3. Mother's Name : Lily Begum
4. Present address : 212/5,Ahmednagor, Pikepara, Mirpur-1, Dhaka–1216, Bangladesh. Mobile: 01713191444, Tel: 9672423, e-mail: zahirbss@yahoo.com
5. Permanent address : C/O: Md. Mofizur Rahman, Village: Barahum Quria, Post: Shial Kole, Upazilla: Sirajganj, District: Sirajganj, Bangladesh.
6. Date of Birth : 18 December, 1988
7. Age : 25years, 4 months and 14 days
8. Nationality : Bangladeshi
9. Religion : Islam
10. Marital Status : Unmarried

11. Acamadic Qualifications:

Name of Exam.	Board/University	Passing year	GPA/ Class/Division
S.S.C	Comilla Board	1990	2nd Division
H.S.C	Comilla Board	1992	1st Division

Name of Exam.	Board/University	Passing year	GPA/ Class/Division
B.S.S	Bangladesh Open University	1995	2nd division
M.S.S (Economics)	National University	2005	2nd Class
B.Ed	Bangladesh Open University	1999	2nd Class
M.Ed	Bangladesh Open University	2001	1st Class

I, therefore, pray and hope that you would be kind enough to appoint me for the post prayed for.

Yours' faithfully
Md. Zakirul Islam

সারসংক্ষেপ

চাকরিকে বলা হয় সোনার হরিণ। লেখা পড়া ও প্রশিক্ষণ গ্রহণ করে নিজেকে উপযুক্ত করতে না পারলে সোনার হরিণের মতো চাকরিকেও পাওয়া যাবেনা। তাই চাকরির বিজ্ঞপ্তি ছাপা হয় এমন পত্রিকা সংগ্রহ করতে হবে এবং Website-এও ক্লিক করতে হবে। চমৎকারভাবে আবেদনপত্র লেখার যোগ্যতা অর্জন করতে হবে।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন-৪.১০

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দিন

১. দরখাস্থ লেখর জন্য আনুষ্ঠানিক সম্বোধন কোনটি?

ক. জনাব/মহোদয় খ. মহাশয়
গ. শ্রদ্ধেয় বস ঘ. হুজুর

অনুশীলনমূলক কাজ:

ওয়াজম্যান স্কুল এন্ড স্কুলে বাংলা বিষয়ের সহকারী শিক্ষক নিয়োগ দানের জন্য ২১-০৩-১৬ তারিখে বিজ্ঞতি প্রকাশিত হয়। উক্ত পদের জন্য একটি ইংরেজিতে আবেদনপত্র লিখুন।

পাঠ-৪.১১ জীবন বৃত্তান্ত লেখা (বাংলা ও ইংরেজি)

উদ্দেশ্য

এই পাঠ শেষে আপনি–

- জীবন বৃত্তান্ত লেখার নিয়মগুলো বলতে পারবেন;
- বাংলায় জীবন বৃত্তান্ত লিখতে পারবেন;
- ইংরেজিতে জীবন বৃত্তান্ত লিখতে পারবেন।

নিজেকে অন্যের কাছে উপস্থাপন করা খুব কঠিন একটা কাজ। সামনা সামনি কথোপকথনের মাধ্যমে নিজেকে প্রকাশ করা অনেক ক্ষেত্রে হয় না। তাই আবেদন পত্রের মাধ্যমে নিজেদের যোগ্যতা ও অভিজ্ঞতার কথা তুলে ধরতে হয়। এই পাঠে তা-ই উপস্থাপন করছি।

পেশায় সম্পৃক্ত হওয়ার জন্য প্রথমেই চাই সুন্দর ও গোছানো জীবন বৃত্তান্ত। জীবন বৃত্তান্ত সাজানোর কলাকৌশল নিচে উপস্থাপন করা হলো:

১) সিভি (CV) ইংরেজিতে তৈরি করবেন। তবে প্রতিষ্ঠানের চাহিদা অনুযায়ী বাংলায়ও লিখতে পারবেন। তবে শব্দ থেকে শব্দের দূরত্ব এবং লাইন থেকে লাইনের দূরত্ব হবে যথাক্রমে একটা স্পেস ও ১.৫ স্পেস। ইংরেজিতে তৈরি করলে লেখার ফ্রন্ট হবে টাইমস্ নিউ রোমান, বাংলায় হলে সুতনি এমজে (Sutonny MJ)।
২) ধারাবাহিকভাবে লিখবেন যেন নিয়োগকর্তা পরের অংশটি পড়তে আগ্রহ প্রকাশ করেন।
৩) অনেক বড় না করে প্রয়োজনীয় কথাগুলো লিখবেন। নিজের অভিজ্ঞতা ও দক্ষতার কথাগুলো স্পষ্ট করে লিখবেন।
৪) জীবন বৃত্তান্ত সদ্য তোলা ছবি এবং যোগাযোগের ঠিকানা উল্লেখ করতে হবে।
৫) প্রাসঙ্গিক শব্দ চয়ন করতে হবে।
৬) সংক্ষেপে লিখবেন।
৭) সিভি বা জীবন বৃত্তান্ত লেখার শেষ ধাপে লিখতে হবে উপরের সকল তথ্য সঠিক। আত্মপক্ষ সমর্থন করে স্বপ্রত্যায়িত করতে হবে। স্বাক্ষর প্রদানের মাধ্যমে একটি বাংলা ও ইংরেজি জীবন বৃত্তান্তের নমুনা দেওয়া হলঃ

জীবন বৃত্তান্ত

ছবি

নাম	:	নাজমা হক
পিতার নাম	:	জনাব আব্দুল হক
মাতার নাম	:	বেগম সাঈদা হক
বর্তমান ঠিকানা	:	৭৯, হিলসাইড আবাসিক এলাকা, খুলশী, লালখান বাজার, চট্টগ্রাম। ফোন: ৯২৯১১০১ E-mail: Alamss@yahoo.com.
স্থায়ী ঠিকানা	:	গ্রাম- লাঙ্গঁলমোড়া, ডাকঘর- আলম বাজার, থানা- ছাগলনাইয়া, জেলা- ফেনী।
ধর্ম	:	ইসলাম
জাতীয়তা	:	বাংলাদেশী
বৈবাহিক অবস্থা	:	বিবাহিত

শিক্ষাগত যোগ্যতা :

পরীক্ষার নাম	বোর্ড/ বিশ্ববিদ্যালয়	পাশের সন	জিপিএ/বিভাগ বা শ্রেণী
এস.এস.সি	কুমিল্লা বোর্ড	১৯৯০	১ম বিভাগ
এইচ.এস.সি	কুমিল্লা বোর্ড	১৯৯২	২য় বিভাগ
বি.এস.এস	বাংলাদেশ উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যায়	১৯৯৯	২য় বিভাগ
এম.এস.সি (অর্থনীতি)	জাতীয় বিশ্ববিদ্যায়	২০০৫	২য় শ্রেণি
বি.এড	বাংলাদেশ উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যায়	২০০১	২য় শ্রেণি
এম.এড	বাংলাদেশ উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যায়	২০০২	১ম শ্রেণি

সহপাঠক্রমিক কাজ : রচনা প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণ ও পুরস্কার লাভ

আত্মীয় নয় এমন দু'জন ব্যক্তির নাম:

ক) প্রফেসর সবুক্তগীন মাহমুদ,
অধ্যক্ষ,
টিচার্স ট্রেনিং কলেজ, চট্টগ্রাম।

খ) প্রফেসর শহীদুল আমিন চৌধুরী
রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিভাগ,
চট্টগ্রাম কলেজ, চট্টগ্রাম।

স্বাক্ষর :

Bio-Data

Photo

Name : Nazma Hoque
Father's Name : Mr. Abdul Hoque
Mother's Name : Ms. Sayeeda Hoque
Present Address : 79, Hill Side Residential Area,
Khulshi, Lalkhan Bazar,
Chittagong.
Phone: ৯২৯১১০১ E-mail: Alamss@yahoo.com.
Permanent Address : Vill.- Langal Mora, P.O.- Alam Bazar,
P.S- Chagol Naiya,
Dist.- Feni
Religion : Islam (Sunni)
Nationality : Bangladeshi by Birth
Marital Status : Unmarried
Education Qualification:

Name of Exam.	Board/University	Passing year	GPA/ Class/Division
S.S.C	Comilla Board	1990	1st Division
H.S.C	Comilla Board	1992	2nd Division
B.S.S	Bangladesh Open University	1995	2nd Division
M.S.S (Economics)	National University	2005	2nd Class
B.Ed	Bangladesh Open University	1999	2nd Class
M.Ed	Bangladesh Open University	2001	1st Class

References : **1. Name-X**
Professor
Department of Botany
Rajshahi University.
Cell Phone:
e-mail:

2. Name-Y
Professor
Institute of Education and Research
University of Dhaka.
Cell:
e-mail:

Signature:

কাজঃ তোমার নিজের একটা জীবন বৃত্তান্ত তৈরি কর।

সারসংক্ষেপ

চাকরি প্রার্থী নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি অনুযায়ী যথাযথ ঠিকানায় নিজের যোগ্যতা ও অভিজ্ঞতা উল্লেখ করে যে পত্র পাঠায় তাই জীবন বৃত্তান্ত।এটা সুন্দর সাজানোর মাধ্যমে প্রার্থীর ভেতরের সৌন্দর্য সাধারণ্যে উপস্থাপিত হয়। তাই আপনারা চমৎকারভাবে আবেদন পত্র লিখতে পারবেন এটাই আমাদের প্রত্যাশা।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন-৪.১১

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দিন

১. জীব বৃত্তান্ত লেখার ক্ষেত্রে নিচের কোন নিয়মটি মেনে চলবে।?
ক. প্রয়োজনের চেয়ে বিস্তারিতভাবে লিখতে হবে খ. কঠিন ভাষায় লিখতে হবে
গ. ধারাবাহিকভাবে লিখতে হবে ঘ. কোনটিই নয়

অনুশীলনমূলক কাজ
সৃজনশীল প্রশ্নঃ

রমিজ একটি বেসরকারী প্রতিষ্ঠানে কম্পিউটার অপারেটর হিসাবে কাজ করে। আয়ের বিকল্প উৎস হিসেবে অফিসের পর সে বাসায় বসে কম্পিউটারে বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের কাজ করে ইন্টারনেটের মাধ্যমে পাঠিয়ে দেয়। এতে আর্থিকভাবে সে বেশ লাভবান হয়।

ক. মধ্যপ্রাচ্যের একটি দেশের নাম লিখ? ১
খ. আত্ম-কর্মসংস্থান বলতে কী বোঝায়? ২
গ. রমিজের আয়ের বিকল্প উৎসটি ব্যাখ্যা কর। ৩
ঘ. 'উক্ত উৎসটি বাংলাদেশের জন্য একটি সম্ভাবনাময় পেশা'-বিশ্লেষণ কর। ৪

পাঠ-৪.১২ কর্মক্ষেত্রে সহকর্মীর সাথে সুসম্পর্ক

উদ্দেশ্য

এই পাঠ শেষে আপনি–

- কর্মক্ষেত্রে কেমন আচরণ করতে হবে তা বলতে পারবেন;
- কর্মক্ষেত্রে সমস্যায় কীভাবে সমাধান করতে হবে তা লিখতে পারবেন;
- প্রতীতি কীভাবে তার সমস্যার সমাধান করেছিল তা ব্যাখ্যা করতে পারবেন।

কর্মক্ষেত্রে দিনের একটা উল্লেখযোগ্য সময় যাদের সাথে কাটানো হয় তারাই সহকর্মী। বন্ধুত্বপূর্ণ পরিবেশে আন্তরিকতার সাথে সকলের সহযোগিতায় অফিসের কাজ শেষ করতে হয়। এ সময় অফিসের সহকর্মীরাই হয়ে যান একান্ত কাছের মানুষ। বন্ধুরা, এখন দেখবো সহকর্মীর সাথে কেমন সম্পর্ক রাখতে হয় ।

কর্মক্ষেত্র একটি প্রতিষ্ঠান হলেও এখানে কর্মরতদের পারস্পরিক সম্পর্ক পরিবারের মতো। পরিবারের ছোট বড় সবার মধ্যে যেমন শ্রেণিমত শ্রদ্ধা ও স্নেহের সম্পর্ক তেমনি কর্মক্ষেত্রের উর্ধ্বতন ও অধঃস্তন কর্মকর্তাদের মধ্যেও একটি সুন্দর সম্পর্ক বজায় রাখা উচিত। কারণ দিনের একটি উল্লেখযোগ্য সময় সহকর্মীদের সাথেই কাটাতে হয়। তাই ব্যক্তিগত ভালোলাগা, মন্দলাগার বিষয়টি আলোচনায় আসে। কখনো সহকর্মীর দুর্বল দিক নিয়ে মুখরোচক সমালোচনায় লিপ্ত হবেন না। এমন সমস্যা আপনারও হতে পারে। এছাড়া একই কর্মক্ষেত্রে কাজ করার ফলে ব্যক্তিগত সুবিধা-অসুবিধার বিষয়টিও ভাবতে হবে। হঠাৎ আপনার ব্যক্তিগত বা পারিবারিক সমস্যার কারণে কর্মক্ষেত্রে উপস্থিত থাকতে পারেননি। আপনি আপনার কোনো সহকর্মীকে বা উর্ধ্বতন কর্মকর্তাকে মোবাইল ফোনে জানালেন। তাঁরা আন্তরিকতার সাথে আপনার সমস্যাটি বিবেচনা করে কাজটি করার ব্যবস্থা গ্রহণ করবেন। উল্লেখ্য, এক্ষেত্রে বিষয়টি সম্পূর্ণরূপে আপনার ব্যক্তিগত আচার-আচরণ বা সহকর্মীর সাথে সু-সম্পর্কের উপর নির্ভর করবে। কর্মক্ষেত্র সহকর্মীদের সাথে সু-সম্পর্ক থাকলে সুন্দর একটি কর্ম পরিবেশ সৃষ্টি হয়। এতে কাজের গতি আসে। প্রতিষ্ঠান প্রধান সন্তুষ্ট হয়ে পদোন্নতি বা বেতন ভাতা বৃদ্ধির জন্য সুপারিশ করতে পারেন। এছাড়া উৎপাদিত পণ্য বা যে কোন ধরণের ইতিবাচক কাজই জাতীয় উন্নয়নে প্রভাব ফেলবে। একথাও সত্য, কর্মক্ষেত্রের টিম ওয়ার্ক ভালো কিছু অর্জনের সহায়ক। এতে কঠিন কোনো কাজও সহজেই সমাধান করা সম্ভব হয়। কর্মক্ষেত্রের বাইরেও সবার পরিবারের সাথে মধুর সম্পর্ক হয়।

কেস স্টাডি: প্রতীতি একটি বহুজাতিক কোম্পানীতে কর্মরত। বেশ সুনামের সাথেই তিনি তাঁর দায়িত্ব পালন করছেন। অফিসের কর্মকর্তা-কর্মচারি সকলের সাথেই তাঁর সুন্দর সম্পর্ক। মার্জিত আচরণ, ভদ্রভাবে চলাফেরা ও শ্রেণিভেদে সকলকে সম্মান ও স্নেহ করার কারণে তিনি তা অর্জন করেছেন। কোম্পানীর ব্যবস্থাপনা পরিচালক অফিসের বিভিন্ন কাজেই প্রতীতির উপর বিশ্বাস রাখেন। বিশেষ করে কোম্পানীর পণ্য সম্পর্কে দেশি বিদেশী প্রতিনিধিদের অবহিত করার জন্য সেমিনার আয়োজন তাঁর দায়িত্ব। এমনি একদিন সেমিনার উপস্থাপনের কথা থাকলেও প্রচণ্ড মাথা ব্যথার কারণে প্রতীতি সেমিনারের উপস্থিত হতে পারেনি। কিন্তু অংশগ্রহণকারী সংস্থা ও ব্যক্তিবর্গকে আমন্ত্রণ জানানো হয়ে গেছে। তাছাড়া প্রতিষ্ঠানের ভাবমূর্তি এ সেমিনারের সাথে জড়িত। এমতাবস্থায় প্রতীতি তাঁর ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তাকে বিষয়টি জানালে তিনি তা সহজেই নেন এবং চিন্তা না করে শারীরিক অবস্থার কথা জানিয়ে চিকিৎসকের পরামর্শ নিতে অনুরোধ করেন।

সারসংক্ষেপ

মানুষ বৈচিত্র্যময় পরিচয়ের মধ্যে বেঁচে থাকে। পারিবারিক গণ্ডির বাইরে কর্মক্ষেত্রেও মানুষের একটি পরিচয় থাকে। যেখানে ভিন্ন ভিন্ন পরিবারের সদস্যদের সাথে করতে হয়। কারণে অকারণে সহকর্মীদের সাহায্য সহযোগিতা নিতে হয়। তাই সবারই উচিত সহকর্মীদের সাথে সু সম্পর্ক বজায় রাখা।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন-৪.১২

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দিন

১. কর্ম ক্ষেত্রে আপনার প্রধান কাজ কোনটি হবে?

ক. সহকর্মীর সমালোচনা করা
খ. বসকে খুশি করা
গ. মিথ্যা প্রশংসা করা
ঘ. সবার সাথে সুসম্পর্ক রেখে কাজ করা

কাজ: কর্মক্ষেত্রে সহকর্মীদের সাথে সু-সম্পর্ক বজায় রাখার জন্য কেমন আচরণ করা উচিত বলে আপনি মনে করেন তা ১০টি বাক্যে লিখুন।